www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

দেশের খবর

দশের খবর

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

রথযাত্রা স্পেশাল

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১ শ্রাবণ – ৭ শ্রাবণ, ১৪২২ ঃ ১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 38, 18 July - 24 July, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

হেলদোল নেই বাংলায়

নেতাজি তদন্তে জনতা কমিশন উত্তরপ্রদেশে

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর সোভিয়েত রাশিয়া, চিন, ভিয়েতনাম, তিব্বত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে তাঁর সক্রিয় থাকার নানা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সূত্র মেলায় নতুন করে অনুসন্ধানের দাবি দেশ জুড়ে ক্রমশ উঠে আসছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির নির্বাচনী এলাকা বেনারসে ডঃ ও পি কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের জনতা কমিশন গঠিত হল। ডঃ রাজীব শ্রীবাস্তব, শক্তি সিং সহ বহু বিশিষ্ট নেতাজি অনুরাগী এই কমিশনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। দেশের এবং বিদেশের যে কোনও ব্যক্তি নেতাজির সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রমাণ থাকলে তারা সরাসরি চিঠিতে কিংবা ইমেলে তদন্ত কমিশনে ডিপনেন্ট হতে পারবে। ইতিমধ্যে দেশে এবং বিদেশ থেকে বহু তথ্য জমা হতে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের রামভবনে অজানা সন্ন্যাসী বা গুমনামী বাবার সম্পর্কে নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত মুখার্জী কমিশনের চেয়ারম্যান জানিয়েছিলেন যে তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত ওই সন্ন্যাসী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে তদন্তের দাবি উঠতে থাকে। ১৯৮৫ সালে নেতাজির ভাতুষ্পুত্রী ললিতা বসুর এক রিটপিটিশনের ভিত্তিতে গত ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি এলাহাবাদ হাইকোর্টে লখনৌ বেঞ্চের বিচারকরা উত্তরপ্রদেশের সরকারকে

> **নিজামুদ্দিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, নেতাজির আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। ১৯৪৭–এ তিনি নেতাজিকে গাড়ি করে বার্মা–থাইল্যান্ড সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন।**

জানান যে, গুমনামী বাবা যিনি ভক্তদের কাছে ভগবানজী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর কক্ষে প্রাপ্ত বই পত্রপত্রিকা সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তিন মাসের ভিতর উত্তরপ্রদেশ সরকারকে কমিটি গঠন করে গুমনামী বাবা বা ভগবানজীর পরিচয় জানাতে হবে। উত্তরপ্রদেশ সরকার আদালতের মতামতকে মান্যতা না দিলেও সদ্য গঠিত জনতা কমিশনের চাপে ঘোষণা করেছেন গুমনামী বাবার যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে একটি মেমোরিয়াল মিউজিয়াম শীঘ্রই গড়ে তোলা হবে। দেশের বহু গবেষক ওই মেমোরিয়াল শব্দ নিয়ে আপত্তি তুলেছেন কারণ গুমনামী বাবার তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারে কোনও ডেথ সার্টিফিকেট, ছবি বা প্রামাণ্য তথ্য মেলেনি। তাঁরা চান গুমনামী বাবা ওরফে ভগবানজীর সামগ্রী নিয়ে সংগ্রহশালা হোক। কোনও মেমোরিয়াল নয়। মেমোরিয়াল শব্দটি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গের তরফে জনতা কমিশনের অন্যতম সদস্য রাজ্যশ্রী চৌধুরী জানিয়েছেন যে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভার ও দেহরক্ষী নিজামুদ্দিন যার বর্তমান বয়স ১১৫ বছর তিনি জনতা কমিশনের প্রথম স্বাক্ষরকারী ডিপোনেন্ট। নিজামুদ্দিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, নেতাজির আদৌ কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। ১৯৪৭–এ তিনি নেতাজিকে গাড়ি করে বার্মা–থাইল্যান্ড সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জাপান থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বেনারসের আজমগড় নিবাসী নেতাজির দেহরক্ষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। জনতা কমিশনের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটে (www.jantayag.org) দেওয়া হয়েছে।

জমি বিলি নিয়ে নাচানাচি, চুলোয় গিয়েছে কৃষির প্রকৃত সংস্কার

ওঙ্কার মিত্র

সংসদের আগামী বাদল অধিবেশনে ঝড় তুলতে চলেছে মোদি সরকারের জমি অধিগ্রহণ বিল। এর আগেও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নানা প্রস্তাব শোরগোল ফেলেছে ভারতে। শাসক ও বিরোধী সবাই কৃষকদরদী সেজে বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। কৃষকরা কিসে বেশি সুবিধা পাবেন, কৃষির উন্নতি কিভাবে হবে এসব বোঝাতে তথ্য–যুক্তি, পাল্টা যুক্তির জাল বুনেছেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কৃষির উন্নতির মাধ্যমেই দেশের উন্নতি সম্ভব। কিন্তু কৃষি নির্ভর ভারতবর্ষের প্রকৃত ছবিটা বলে দিচ্ছে সামনের মঞ্চে যা চলছে তা সবই নাটুকে অভিনয়। পিছনের অন্ধকার দোমড়ানো–মোচড়ানো ছবিটা কেউই সামনে আনতে চান না নিজেদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে বলে। আসলে ভারতে কৃষি ও কৃষক দুয়েরই অপমৃত্যু ঘটতে চলেছে। সম্প্রতি এই নির্মম সত্যকে সামনে এনে দিয়েছে দেশের এক নামী পত্রিকার সমীক্ষা।

ভারতবর্ষের আবহাওয়া এখন কৃষি বিরোধী। নিয়মমাফিক চাষের সময় অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে কৃষকরা বিপন্ন। কিন্তু এদিকে নজর নেই কোনও নেতা–মন্ত্রীর। দেশের জিডিপি বাড়াতে, অর্থনীতির উন্নতি করতে কৃষি ছাড়া অন্যসব বিষয় নিয়ে মাতামাতি করছেন। এদিকে সেচের জলের অভাবে, ভেঙে পড়া নিকাশি ব্যবস্থায়, অবৈজ্ঞানিক মান্ধাতা আমলের প্রথা অবলম্বন করে বাজারের অভাবে, সংরক্ষণের অভাবে ফড়েদের অত্যাচারে কৃষি ক্রমশ ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। তাই এই শস্য শ্যামল সোনার ভারতবর্ষে এখন কৃষকরা চাষ–বাস ছাড়তে পারলে বাঁচেন। তারা এখন অন্য কাজের সন্ধানে। কোথায় কেন্দ্রীয় সরকার, কোথায় রাজ্য সরকার! তাদের কৃষি আধিকারিকরা দফতরে বসে ঘুমোচ্ছেন তার গতানুগতিক কাজের ধারায় কখনও বীজ বিলোচ্ছেন, কখনও সার বিলোচ্ছেন, কখনও ভর্তুকি বিলোচ্ছেন। কৃষকদের প্রকৃত জীবনের খোঁজ রাখেন কজন?

> ### হায় কৃষি প্রধান ভারতভূমি
> - চাষ আর পছন্দ করছে না—২২% কৃষক
> - অন্য কাজ পেলে চাষবাস ছেড়ে দিতে চান—৬২% কৃষক
> - নিজের সন্তানকে আর চাষি হিসাবে দেখতে চান না—৩৭% কৃষক
> - ঢাকঢোল পেটানো কৃষি প্রকল্পের সুবিধা পান—১০% কৃষক
> - কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা ভোগ করেন—১৫% কৃষক
> - ঋণ ছাড়ের সুবিধা পেয়েছেন—১০ জনে ১ জন কৃষক
>
> সূত্র : দি হিন্দু পত্রিকার সমীক্ষা

কৃষি বিল নিয়ে দেশের কৃষকরা যে চিন্তিত নন, তা নয়। কিন্তু অনেকেরই মত আয়ই যখন হচ্ছে না তখন আর জমি রেখে লাভ কি? মাত্র ৫ শতাংশ কৃষক যাদের ছেলেমেয়ের পড়াশুনো বা মেয়ের বিয়ের টাকা প্রয়োজন। তারা ছাড়া অন্যান্যরা মনে করেন এই ভেঙে পড়া সেচ ব্যবস্থায় খামখেয়ালি আবহাওয়ায় আর চাষ–বাস সম্ভব নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের এক নতুন আশা নিয়ে ভোর হল প্রথম দিন। রাশিয়ায় এক বৈঠকে মুখোমুখি হলেন নরেন্দ্র মোদি ও নওয়াজ শরিফ। সীমান্ত জুড়ে সাম্প্রতিক অশান্তি কিন্তু ছাপ ফেলেনি এই বৈঠকে। বরং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফের আলোচনার দরজা খুলেছে।

রবিবার : ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলতেই ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার ছবি। উইমেনস ডাবলস–এ উইম্বলডন জয় করলো সানিয়া–হিঙ্গিস জুটি। এই প্রথম। এর আগে লিয়েন্ডার আমাদের এই স্বাদ দিয়েছেন অনেকবার। এবারেও লি–হিঙ্গিস জুটি জয় করেছে মিক্সড ডাবলস।

সোমবার : খাগড়াগড় কান্ডে কেঁচো খুঁড়তে সাপ নয়, অজগর বেরোচ্ছে। একদিন দুদিন নয় ১৫ বছর আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গেড়েছে জামাত জঙ্গি গোষ্ঠী। তখন অবশ্য বুদ্ধবাবুরা বুক বাজিয়ে বলতেন পশ্চিমবঙ্গ শান্তির স্বর্গ। এখন তারাই বেশি চেঁচাচ্ছেন।

মঙ্গলবার : এদিন চোখ খুলেই দেখি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এ রাজ্যের ওয়ার্ক কালচার। তাও দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট হাসপাতালে এক সদ্যজাতের আঙুল কেটে দিলেন নার্স। শুধু দিলেন না। অপকর্মটি করে পালিয়েও গেলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এসএসকেএম–এ চিকিৎসা চলছে শিশুটির। দেখেও গিয়েছেন তিনি।

বুধবার : দুর্নীতির কালো ছায়া পুরোপুরি গ্রাস করল ভারতীয় ক্রীড়াকে। ক্রিকেটের আইপিএল যে গড়াপেটা স্বজন পোষণের আখড়া তা প্রমাণ করে দু বছরের জন্য সাসপেন্ড হয়ে গেল চেন্নাই সুপার কিং ও রাজস্থান রয়্যালস। দেশের বড় বড় শহরের নামে মানুষের আবেগের সঙ্গে এই প্রতারণা বন্ধ হোক। ঢের হয়েছে আইপিএল–এর আনন্দ।

বৃহস্পতি : সপ্তাহ যত গড়াচ্ছে দুর্নীতির ছায়া গ্রাস করছে। আগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এবার একেবারে সিআইডির হাতে গ্রেফতার হলেন আইএএস এবং বর্তমানে কৃষি দফতরের যুগ্মসচিব গোদালা কিরণ কুমার। যারা দেশ চালায় তারা যদি ডুবতে থাকে তবে দেশ তো দুর্বল হবেই।

শুক্রবার : সপ্তাহ শেষে জোড়া উৎসব জগন্নাথদেবের রথ ও খুশির ঈদ। দুটোরই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শনিবার মেতে উঠবে সারা ভারত। এবার আবার শ্রীক্ষেত্র পুরীতে নবকলেবর। জগন্নাথদেবের নব প্রতিষ্ঠা। চক্ষুদান শেষ। ধীরে ধীরে সেজে উঠছেন তিনি প্রাণ পাবার অপেক্ষায়। শুধু একটাই প্রত্যাশা যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানাচ্ছে

সুন্দরবন ভুগছে পানীয় জলের অভাবে আর সংক্রমণের আশঙ্কায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমে কংগ্রেস তারপর দীর্ঘ সময় ধরে সর্বহারার দল বলে দাবি করা বামেরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করেছে বাংলায়। গত ৪ বছর করছে মা মাটি মানুষের তৃণমূল দল। কিন্তু মানুষের নূন্যতম চাহিদা পানীয় জল থেকে আজও বঞ্চিত সুন্দরবনবাসী। সারাবছরই চলে পানীয় জলের জন্য লড়াই। গরমে তা চরমে ওঠে। বর্ষায় তা মৃত্যুমুখী হয়ে যায়। জলের সংক্রমণে প্রাণ যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের।

এসব কোনও কষ্ট কল্পনা বা অপপ্রচার নয়। একমাস আগে গত ৭ মে লোকসভায় দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক সনওয়ার লাল জাট। সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে যারা থাকেন বা যাদের সুন্দরবনে যাতায়াত আছে তাদের অভিজ্ঞতা মন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে একশো ভাগ মিলে যায়। এমনকি লোকসভায় দাঁড়িয়ে কোন সাংসদকে মন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করতেও দেখা যায় নি। অতএব এই সমস্যা নিয়ে কোনও বিতর্ক থাকার অবকাশ নেই।

আসলে মন্ত্রী সেদিন 'সুন্দরবনের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য স্থিতিস্থাপকতা গড়ে তোলা' সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন তুলে ধরেছিলেন লোকসভায়। যেখানে বলা হয়েছে সুন্দরবনের পানীয় জল সরবরাহের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। এই অঞ্চলে স্বাদু জলের অভাবের কারণ হল লবণাক্ত জলের মিশ্রণ, স্বাদু জলের উৎসের ঘাটতি, বন্যার সময় জলের উৎস ভেসে যাওয়া এবং জলে সংক্রমণ রুখতে উৎকৃষ্ট মানের ব্লিচিং পাউডারের অভাব। বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে ২০০৮ সালে সুন্দরবন পেটের অসুখে ১৯২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই রোগে অসুস্থ হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্ব ব্যাঙ্কে সমীক্ষা করে যে তথ্য তুলে ধরছে তা কি আমাদের নেতা–মন্ত্রীরা জানেন না? তাদের তো বিধানসভায় এ নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় নি। ২০০৮ সালে এত বড় একটা মৃত্যু মিছিলের পরও তারা তো দিব্যি নিশ্চুপই ছিলেন। উত্তর হল, তারা জানেন। সবই জানেন। কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করার সময় তাদের নেই। জানা যদি না থাকত তাহলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিকল্পনায় সুন্দরবন অঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহের পরিস্থিতি উন্নতিসাধনের জন্য ভূপৃষ্ঠ জল সংশোধন কেন্দ্র গড়ে তুলতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল কিভাবে। কিছু কিছু জায়গায় সৌরচালিত জলের পাম্পও বসানো হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বালি মাফিয়ারাজ বুড়ুল–রায়পুরে বঞ্চিত সরকারি কোষাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নং ব্লকের বুড়ুল থেকে রায়পুর পর্যন্ত হুগলি নদী থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার বালি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকারি কোষাগারে কানাকড়িও জমা পড়ছে না। দুর্বল নদী বাঁধের ওপর বালি ফেলার ফলে নদী বাঁধও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বুড়ুলে ভাঁটার সময় নদীর বালি কাটা হয়। হাজার হাজার নৌকা সারিবদ্ধ ভাবে নদী কাটে। বুড়ুল এলাকায় কোথাও কোথাও অবৈধভাবে যন্ত্রচালিত বালি কাটার মেশিনও বসানো হয়েছে। জোয়ারের সময় বালি নিয়ে নৌকাগুলো রায়পুর ফেরিঘাটের কাছে বিভিন্ন গোলার সামনে দাঁড়ায়।

এক নৌকা বালি ৮০০–১২০০ টাকায় বিক্রি হয়। তারপর ওই বালি লরি ভর্তি করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ হয়। আগে নদী বালির ব্যাপারে সরকারের ভূমি সংস্কার দফতর নজরদারি করত। অনেকদিন আগে বুড়ুল এলাকায় নজরদারি হয়েছিল। কিন্তু এই বিষয়টি সেচ দফতরের অধীনে এসেছে। সেচ দফতর নজরদারির জন্য টাস্কফোর্সও গঠন করেছে। কিন্তু বুড়ুল–রায়পুর এলাকায় সেচ দফতরের কোনও নজরদারি নেই। স্থানীয় বজবজ ২নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আমি সরেজমিনে দেখে, বিষয়টি সেচ দফতরকে জানাই। ডি রায়পুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামাণিক বলেন, এই বালি কাটার সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষের রুটি রোজগার জড়িয়ে আছে। যারা ব্যবসা করছেন তাদের কাছ থেকে সেচ দফতর ট্যাক্স নিতেই পারে। তাতে করে সরকারি কোষাগারে অর্থও এল আবার গরিব মানুষগুলোরও সমস্যা হল না।

ঘোর বিপদে মানুষের বন্ধু হ্যাম রেডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকের যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স, ই–মেইল থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া। এক মুহূর্তে একজন অপর জনের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা এবং নির্দেশ। এ নিয়ে এখন আমরা বেশ আছি। বলা যায় মজে আছি। কিন্তু এই গর্ব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে, সব যোগাযোগ শূন্যতায় পরিণত হবে বিপর্যয় এলে। সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা বিপর্যয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। কাছের মানুষও তখন বহু দূরে। যোগাযোগ নিয়ে গর্বিত মানুষ তখন সম্পূর্ণ অসহায়। প্রশাসন তখন শুধুই নীরব দর্শকমাত্র। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি এইসময় পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের একদল যুবক তাদের নিছকই শখের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে। আর বার বার রক্ষা করে দেয় আমাদের সভ্যতাকে। পরিভাষায় তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার নাম হ্যাম (এইচএএম) রেডিও। এদের সংস্থার নাম পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাব (অ্যামেচার, সোদপুর)। দলের নেতৃত্ব দেন অম্বরীশ কর বিশ্বাস। আয়লা, ফিলিন, হুদহুদ, উত্তরাখন্ডের বিপর্যয় সবেতেই তাদের যোগাযোগের দক্ষতা। ধন্যধন্য করছে প্রশাসন। রক্ষা পেয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

কিভাবে কাজ করে এই হ্যাম রেডিও। এই কৌতুহল মেটাতে ১২ জুলাই নিমপীঠে লোকমাতা রাণী রাসমণি মিশনের সভাগৃহে এক কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন অম্বরীশবাবুরা। কিভাবে তারা যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমাজসেবা করছেন তাই তুলে ধরলেন কথায়, স্লাইড শো–র মাধ্যমে। সফলতার এক কাহিনী শোনালেন হ্যাম রেডিওর দল। হুদহুদের পর অন্ধ্রপ্রদেশে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দুজনের

দল নিয়ে অম্বরীশবাবুর সেখানে পৌঁছে দেখেন এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর অফিসও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশাহারা। ত্রাণের কাজ চলছে সম্পূর্ণ হাতড়ে হাতড়ে। প্রথমে খুব একটা পাত্তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। কিন্তু একঘন্টার মধ্যে হ্যাম রেডিওর নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে যখন এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন হয়ে গেল তখন মুগ্ধতায় আপ্লুত নাইডু সাহেব। যেন প্রাণ ফিরে এল প্রশাসনে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের সেই প্রশংসাপত্র দেখালেন অম্বরীশরা।

অম্বরীশবাবু জানালেন হ্যাম রেডিও নিতান্তই ব্যক্তিগত হবির মধ্যে পড়ে। কিন্তু একে কাজে লাগিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যদি বিপদের সময় মানুষের কাজে না লাগে তাহলে সেই বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা কোথায়? এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হ্যাম রেডিওর সদস্যরা বিপদের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায় নিজেদের পকেটের পয়সা খরচা করে। ভারত সরকার হ্যাম রেডিওকে একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির স্পেকট্রাম সরবরাহ করেছে। সেই অনুযায়ী এদের আলাদা ধরনের ট্রান্সফরমার, গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র, অ্যানটেনা প্রভৃতি। এদের প্রত্যেক সদস্যদের আলাদা আলাদা কোড আছে। সেই দিয়ে এরা পরিচিত হয়। ভাষারও কোড আছে। আলাপের জন্য ভাষা বাধা হয় না। তাই এর বিচরণ পৃথিবী জুড়ে। এর মাধ্যমে সত্যিকারের বন্ধুত্ব স্থাপন করা যায় নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রেখে। অম্বরীশবাবুদের দাবি 'ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন' আবিষ্কারের পর হ্যাম রেডিও এটাকে অবাণিজ্যিকভাবে বিনোদন ও মানুষের সেবায় কাজে লাগিয়েছে। তারা চান একে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে যাতে ছাত্রছাত্রীরা হ্যাম রেডিওকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে। অম্বরীশবাবুরা চান এজন্য সাংবাদিকরা এগিয়ে আসুক। জনমত তৈরি করে সরকারের কাছে দাবি পৌঁছে দিক।

Budge Budge Institute of Technology (BBIT), Kolkata

Approved by AICTE and Affiliated to WBUT & WBSCTE

www.bbit.edu.in

Budge Budge, Kolkata–700137

Phone No. (033) 2482 0676/70,

Telefax: (033) 2482 0641

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক–এ উত্তীর্ণ 45% নম্বর পাওয়া ছাত্র ছাত্রী Diploma এবং B.Tech–এ Direct Admission নিতে পারবেন।

Contact Immediately for Direct Admission

9836888444, 8420123333, 9007118943

Diploma–CE, ME, EE, ETCE, CST

B.Tech–CE, ME, EE, ECE, CSE

MBA– Marketing, Finance, HR, Systems

গ্রিস–চিন–ইরান সমস্যার অবসানে

৯ হাজারের লক্ষ্যপথে ছুটছে নিফটির অশ্বমেধ ঘোড়া

শুদ্ধাশিস গুহ

প্রথমে ছিল গ্রিস নিয়ে চিন্তার ব্যাপার। পরে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল চিনের শেয়ার বাজারের ব্যাপক পতন পর্ব। এর মধ্যে শোনা গিয়েছিল ইরানের অস্থিরতার গল্পও। সব ভালোর সেরা সেই যে যাবতীয় খারাপকে সহজেই দূরে সরাতে পারে। আর বিশ্ব অর্থনৈতিক বাজার যে সেই 'ভালত্ব' আদায় করে নিয়েছে তা বোঝা গেল গত সপ্তাহের মাঝপথ থেকেই। যা অব্যাহত রয়েছে এই সপ্তাহের শেষ ট্রেডিংয়ের মুহূর্ত পর্যন্ত। বস্তুত বিশ্ব বাজারের হাত ধরে ভারতের শেয়ার বাজারও ফের নতুন করে উত্থানের পথে এগিয়ে চলেছে। যার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হল, ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটির ৮৬০০–র ঘর পেরনো। একইভাবে সেনসেক্সও ২৯ হাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে কলার তুলে। ভারতীয় বাজারে যে ভালো রসদ এসেছে তার অন্যতম উপাদান হল বর্ষার সঠিক আগমনে। এই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কমবেশি ভাবে বর্ষা এসে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন গত জুন মাসে বা তার এক দুমাস আগে থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে খারাপ সময় সাময়িকভাবে এসেছিল তা ত্বরান্বিত করার পেছনে বর্ষার ঘাটতির সম্ভাবনাও একটা বড় কারণ ছিল। যদিও এই সময়ে মৌসুমী বায়ু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে বর্ষার ঘাটতি তো মিটছেই বরং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিও দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্ষা একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে। বেশ কিছু সেক্টর বা ক্ষেত্র রয়েছে যার উৎপাদন বৃদ্ধি বা লাভজনক পরিস্থিতির ওপর বর্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। সেই ধরনের কোম্পানিগুলি কম বর্ষায় মার খাবে তা বলাইবাহুল্য।

তাই বৃষ্টিপাত ঠিকঠাক হলে সেদিক থেকে অনেকটাই মেরামত হয়। আর এইসব সেক্টর ভালোমতো চললে শেয়ার বাজার ঠিকঠাক হতে বাধ্য। এখন মূলত অভ্যন্তরীন সংকট থেকে মুক্তি পেলেও বেশ কিছু বিদেশি খবরের জল্পনা ভারতকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। যার মধ্যে নিঃসন্দেহে গ্রিস একটা বড় জায়গা নিয়েছিল। সেদিক থেকে সম্প্রতি গ্রিসের গণভোটের পরে যে কুডাক শোনা যাচ্ছিল তা পরবর্তীকালে কেটে যায় গ্রিসের সরকারের ইতিবাচক মনোভাবে। একইসঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যান্ড এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিক ভাবে চেয়েছিল গ্রিস সমস্যার সমাধান হোক। কারণ গ্রিসের সঙ্গে বাণিজ্যে জড়িত মোটামুটিভাবে ইউরোপ–আমেরিকা সকলেই। একইভাবে গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়েছে তা ফিরে

অর্থনীতি

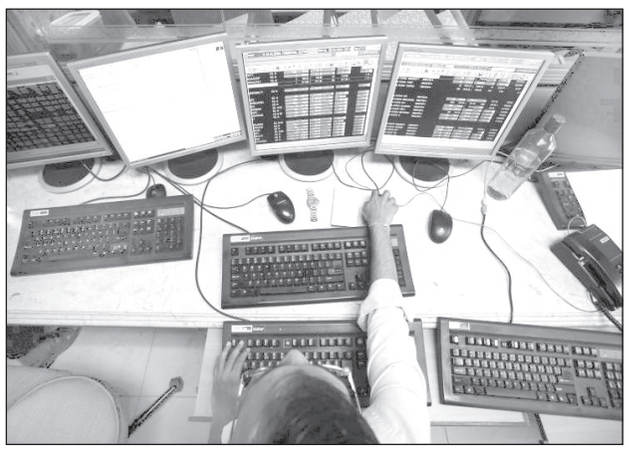

পাওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব দিক থেকেই গ্রিসের এই সংকট প্রভাব ফেলেছিল বিশ্ব আর্থিক বাজারে। স্বাভাবিক ভাবেই তার আঁচ চলে এসেছিল ভারতেও। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে স্মরণে রাখা দরকার সারা পৃথিবীতে ২০০৮ সালে যে ব্যাপক আর্থিক মন্দা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার একটা বড় কারণ হল আমেরিকার ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্সের ভরাডুবি ঘটা। এটাও নিশ্চয়ই অবগত আছে সেই মার্কিন ব্যাঙ্কের খারাপ পরিস্থিতির সময় ভারতীয় নিফটি তার বিগত দিনের সবচেয়ে নিচু অবস্থান অর্থাৎ ২হাজারের ঘরে চলে এসেছিল। সেনসেক্সও সেই সময় ৮ হাজারের নিচে অবস্থান করছিল। এখন অবশ্য সেই রসাতল থেকে অনেক বড়ো অট্টালিকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। মাঝখানে ম্যাট ইস্যু নিয়ে গত এপ্রিলে যখন বাজার পড়তে শুরু করে তখন কিছু বিশেষজ্ঞ এমনও বলতে শুরু করেছিলেন যে ভারতে শেয়ার বাজারে আপাতত বড়ো ধস নামতে চলেছে। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় নিফটির ৭ হাজার বা ৬ হাজারের ঘরে এসে যাওয়ার কথা ছিল। সেই সময় এস পি তুলসিয়ানের মতো গুটি কয়েক প্রকৃত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন ভারতীয় নিফটি ৮ হাজারের নিচে যাবে না। ম্যাজিকের মতো তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান মিলে যায়। নিফটি গত ১১ এবং ১২ জুন ৮ হাজারের সামান্য নিচে গিয়েও বাউন্স ব্যাক করে। যা এখন ৮,৬০০ পেরিয়ে ফের তার পুরনো সর্বোচ্চ অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছে।

এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আগামী অগাস্ট মাসের শেষে নিফটির ৯ হাজার বা তার ওপরে চলে যাওয়ার ঘোরতর সম্ভাবনা। যেসব বিশেষজ্ঞ এর আগে ভারতীয় বাজারের চূড়ান্ত পতন হিসাবে ৬ বা ৭ হাজারের গল্প বলছিলেন তারা এখন অদ্ভুতভাবে বাজারকে ওপরে দেখছেন। তাদের মধ্যে অনেকে তো আবার ডিসেম্বরের মধ্যে নিফটির ১০ হাজারি রূপে আবির্ভাবের কথাও বলছেন। যাঁরা অর্থনীতিটাকে সঠিকভাবে বোঝেন তাঁরা ধীরে চলায় বিশ্বাসী। যখন চূড়ান্ত পতনের সময় তাঁরা নিফটির সাপোর্ট লেভেল বিবেচিত করে দিয়েছিলেন তাঁদেরই কথা অনুযায়ী ভারতীয় নিফটি ৯ হাজারের কাছে গিয়ে জোরদার আঘাতের সম্মুখীন হবে। এই কক্ষপথে কেনার থেকে বেচার লোক অনেক বেড়ে যাবে। সুতরাং যারা নিচ থেকে শেয়ার কিনেছেন বা ধরে রেখেছেন তাদের উচিত ৯ হাজারের কাছেপিঠে গেলে নিজেদের হাতের মাল বেচে পুঁজি সুরক্ষিত রাখা। হতেই পারে সেপ্টেম্বরের পর থেকে ফের ভারতীয় বাজারে বিক্রির ঘনঘটা বেড়ে যেতে পারে। এর অন্যতম কারণ হল এই বছরের শেষাশেষি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ব্যাঙ্ক বা ফেড সে দেশে সুদের হার বাড়াতে পারে। এমনিতেই মার্কিন দেশে সুদের হার খুবই নগণ্য। ফলে সুদের হার বাড়ানোর পথে যদি আমেরিকা হাঁটতে থাকে তবে ভারত এবং এশিয়ার বেশ কিছু এমার্জিং মার্কেট সাময়িকভাবে সংকটাপন্ন হতে পারে। যদিও সেই রেশ বেশিদিন থাকার নয়। হতে পারে ২০১৬র শুরু থেকেই ভারতীয় বাজার ফের তেড়েফুঁড়ে বাড়তে শুরু করলো। সেই ভবিষ্যতের গল্প এখন দূরে রেখেই হিসাব করা যাক বর্তমান নিয়ে। যা ইঙ্গিত করছে সোনালী ভবিষ্যতের। ৯ হাজারের ধাক্কা পেরিয়ে নিফটি যদি অবিচল থাকতে পারে তবে অদূর ভবিষ্যতে ১০ হাজারের সম্ভাবনা অলীক নয়। এমতাবস্থায় ট্রেডিং করার সময় বেশ কিছু নিয়ম এবং শর্ত মাথায় রেখে তবেই এগনো উচিত। তাহলে দেখা যাবে লাভবান হতে পারছেন। এই উঁচু বাজারে দুম করে বেশি দামে কিছু না কিনে সামান্য কারেকশনে কিনলে অনেক ভালো। যা পরবর্তী কালে বেশি দামে সেই দ্রব্য বিক্রি করার সুযোগ এনে দেবে। তাছাড়া চিনের মার্কেটের পতনে ভারতের কমোডিটির ওপর সাময়িক প্রভাব পড়লেও চিন থেকে প্রচুর বিদেশি টাকা ভারতের বাজারে ফিরে আসতে পারে। তার একটা আগাম ছবি নজরে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

গত মাসেও যে এফআইআই বা বিদেশিরা ক্রমাগত ভারতের বাজারে বেচেছে তারা এখন ক্রেতার ভূমিকায়। বরং নিচের তলায় কিনে এখন লাভের ফসল ঘরে তুলতে ভারতীয় পুঁজিপতি বা লগ্নিকারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সেটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই ডিআইআই বা ঘরোয়া ইনভেস্টরদের জন্য ভারতীয় বাজার নিচু তলা থেকে এই উত্থানের রাস্তায় ধাবিত হয়েছে। ফলে এই জায়গায় কেনার থেকেও বেচায় মন ভারতীয়দের। তার মানে এই নয় যে, ভারতীয়দের বিক্রির ফলে বাজার পড়ে যাবে। এই সময়কালে ভারতীয়দের বিক্রির প্রাবল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে বিদেশিদের ক্রমাগত কেনা। তাদের দৌলতেই বাজার আরও ওপরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভারতীয়রা সাময়িকভাবে বেচলেও অবস্থা বুঝে আরও ভালো লাভের জন্য সামান্য কারেকশন বা বাজারের নিচে আসার জন্য অপেক্ষা করছে। ৮ হাজারের ঘর থেকে নিফটি যে দৌড় শুরু করেছে তা একটানা চলছে তা নয়। যখন যখন বাজারে কারেকশন হচ্ছে সেই সময় আগের বেচা শেয়ার অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে নিচ্ছে ডিআইআইরা। এভাবেই ভারতীয় বাজারের উত্থানের রাস্তা প্রশস্ত হচ্ছে। সুতরাং এই বুলিশ বাজারে চট করে না বেচে কিনে খেলে লাভবান হওয়ার রাস্তা তৈরি করাই বেশি প্রয়োজন। তবেই গিয়ে আগামী দিনে নিজের সম্পদ বেশ কয়েক গুণ বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভবপর হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০১৫

মেষ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দিতে গেলে খুব চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ–ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

বৃষ: শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং তাতে আপনার লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

মিথুন: এই সময় বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

সিংহ: অর্থনৈতিক ও গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

তুলা: মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক: গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু: ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা।

মকর: বর্তমান সময়টিতে পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ লভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মীন: কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি।

আর্মিতে বিভিন্ন চাকরি

৯৩ জন ট্রেডসম্যান (মেট), ফায়ারম্যান, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, টেলর ও মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনস্থ বেশ কয়েকটি অ্যামিউনিশন ডিপো, ১৯ ইনফ্র্যান্ট্রি ডিভিশন অর্ডিন্যান্স ইউনিট, ২৮ অ্যামিউনিশন কয় এবং ২৮ মাউন্টেন ডিভিশন অর্ডন্যান্স ইউনিটে।

শূন্যপদ : ট্রেডসম্যান (মেট) : ৫১টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ১কটি করে শূন্যপদ অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ৪টি প্রাক্তন সমরকর্মী এবং ৬টি শূন্যপদ খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত।

ফায়ারম্যান : ২৯টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। শুধুমাত্র লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ট্রেডসম্যানের পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা এবং বাকি সব পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। ১৩ আগস্টের মধ্যে সাধারণ ডাকে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় Commandent, 21 Field Ammunition Depot. PIN : 909021, C/o 56APO.

সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও এই নিয়োগ–সংক্রান্ত বিশদ তথ্য জানানো হয়নি। প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। ১৮ জুলাই থেকে বিশদ তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে www.indianarmy.nic.in.

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পে

দেশজুড়ে শীঘ্রই কয়েক লক্ষ কাজ

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা দেশের প্রশাসনের সমস্ত স্তরকে একসূত্রে বাঁধতে চলেছে কেন্দ্র। ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম চলে আসবে এই প্রকল্পের আওতায়। আর এর মাধ্যমেই ১৮ লক্ষ মানুষের চাকরি হবে বলে প্রবল আশাবাদী কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিলায়েন্সের মুকেশ আম্বানি, বিড়লা গোষ্ঠীর কুমারমঙ্গলম বিড়লা, উইপ্রোর আজিম প্রেমজির মতো দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিরা। এগিয়ে এসেছে মাইক্রোসফটও।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া আসলে কী?

দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ত্রিস্তরীয়। এর সবচেয়ে নীচের স্তরে আছে পঞ্চায়েত, তার ওপরে রাজ্য সরকার এবং তারও শীর্ষে কেন্দ্র। এই সবকটি স্তরকে একই ডিজিটাল পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসাই লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের। এর ফলে দেশের কোনও প্রত্যন্ত পঞ্চায়েতও তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে গোটা দেশ, এমনকী বহির্বিশ্বের সঙ্গেও। সহজতর হবে শিল্প–বাণিজ্যের রাস্তাও।

শুধু শিল্প–বাণিজ্যই বা কেন? একবার ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে গেলে সরকারি পরিষেবা থেকে শুরু করে হাসপাতালের যাবতীয় কাজকর্ম বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ সবই হবে অনলাইনে। ই–এডুকেশনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে যাবে অনলাইনে শিক্ষা। স্বাস্থ্য পরিষেবাও এর বাইরে থাকছে না। ই–হেলথের মাধ্যমে অনলাইনে ওপিডি রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবেন রোগীরা, মিলবে চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্টও। দরকারি কাজের জন্য দিনের পর দিন আর সরকারি অফিসে দৌড়তে হবে না, ফাইলপত্তরের ঝামেলাও এক ধাক্কায় কমে যাবে অনেকখানি। ২০১৯–এর মধ্যেই দেশের আড়াই লক্ষ গ্রামে টেলি–যোগাযোগ আর ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এখন থেকেই উঠেপড়ে লেগেছে কেন্দ্র।

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। ১ জুলাই দিল্লিতে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' সপ্তাহের সূচনা করে মোদি বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কাজ হবে স্বচ্ছ। হাইস্পিড ডিজিটাল হাইওয়ে জুড়বে গোটা দেশকে। তথ্য প্রযুক্তি ও এই ক্ষেত্রের কর্মীরা আর বিদেশ থেকে আসবেন না—ভারতকেই পুরোপুরি স্বাবলম্বী হতে হবে। তিনি দাবি করেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পে সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে, যার জেরে চাকরি হবে প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের।

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে লগ্নির পালা। রিল্যায়ান্স জানিয়েছে তারা এই কর্মসূচিতে আড়াই লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। কুমারমঙ্গলম বিড়লা জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে তাঁর সংস্থা এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে সাতশো কোটি ডলার। এই কর্মসূচির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে মাইক্রোসফট। অতএব অদূর ভবিষ্যতে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের মতো সাধারণ চাকরি থেকে শুরু করে, কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার সহ তথ্য–প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রেই বিপুল কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে।

বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ৩১

অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার (হিন্দি), স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), ড্রেসার, প্লাম্বার, পিওন–সহ বিভিন্ন পদে কিছু কর্মী নেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। এটি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : C/III/IE/67, তারিখ ২২–০৬–২০১৫।

অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ট্রেণ্ড (হিন্দি) : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে এলিমেন্টারি এডুকেশন ২ বছরের ডিপ্লোমা। হিন্দিতে পড়াতে জানতে হবে। কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা চাই। বেতনক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৬০০ টাকা। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। ইংরেজিতে মিনিটে ৭৫টি শব্দ শর্টহ্যান্ডে লিখতে হবে। সেইসঙ্গে মিনিটে ২০টি শব্দের গতিতে পাণ্ডুলিপি দেখে টাইপ করতে হবে। কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেড শিট ও প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের কাজ জানতে হবে। বেতন : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। ড্রেশার : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। শিক্ষগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ বা সমতুল। বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ হলে এবং জীববিদ্যা একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকলে ও ফার্স্ট এইড সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৩০০ টাকা। প্লাম্বার : শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বেতন : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,১০০ টাকা। পিওন : শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। বেতন : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। মালি : শূন্যপদ ১টি (তফসিলি জাতি)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ। গার্ডেনিং ও ফ্লোরিকালচারে ডিপ্লোমা অথবা

কোনও উদ্যান বা ফার্মে মালির কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বেতন : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। সাফাইওয়ালা : শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ বা সমতুল। বেতন : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা। চৌকিদার : শূন্যপদ ২টি (তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ বা সমতুল। বেতন : ৪,৯০০–১৬,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৭০০ টাকা।

বয়স : সবক্ষেত্রেই ৩১–৭–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্দ্ধসীমা ৪৫ বছর।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা। স্টেনোগ্রাফার, প্লাম্বার, ড্রেসার পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্ট। পিওন, চৌকিদার, মালি ও সাফাইওয়ালা পদের ক্ষেত্রে স্কিল টেস্টের মাধ্যমে, তবে সবক্ষেত্রেই শেষে থাকবে ইন্টারভিউ।

আবেদন করবেন এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে দরখাস্তের বয়ান টাইপ করিয়ে নিয়ে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.cbbarrackpore.org.in পূরণ করবেন নিজের হাতে লিখে। একাধিক পদের জন্য আবেদন করতে চাইলে আলাদা দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্ত ভরা খামের ওপরে যে–পদের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : Chief Executive Officer, Cantonment Board, 77,Middle Road, Barrackpore, Kolkata : 700 120. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * তিন কপি মাপের ফটো। একটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন ও বাকি দুটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। * শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার নকল। * বয়সের প্রমাণপত্রের নকল। * কাস্ট সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) *নিজের নাম ঠিকানা লেখা এবং ২২টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম। *নিজের নাম ঠিকানা লেখা একটি পোস্ট কার্ড। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নো–অবজেকশন সার্টিফিকেট। * ফি বাবদ দিতে হবে 'Contonment Board, Barrackpore'–এর অনুকূলে ১০০ টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট। এটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, বারাকপুরের প্রদেয় হতে হবে। তফসিলিদের ফি দিতে হবে না।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই বোলেরো গাড়ি রাস্তার পাশের বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে উল্টে মৃত্যু হল এক যাত্রীর। জখম আরও ৪ জন কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত লিটন দাস (৩৮) ও আহতেরা সকলেই কাকদ্বীপের বাসিন্দা। মঙ্গলবার ভোর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হার্ডউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার কাশীনগরের কাছে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। গাড়িতে সাতজন যাত্রী ছিল। মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে ফিরছিলেন সকলেই। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দ্রুত গতিতে থাকা গাড়িতে চালক ঘুমিয়ে পড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিষপানে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দুপুরে খেলার ছলে বিষের বোতল মুখে দিয়ে মৃত্যু হয় ২ বছরের সুরজ গায়েনের। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের জীবনতলা থানার হাওড়ামারি গ্রামে। সুরজের বাবা গোকুল পেশায় মৎস্যজীবী। এদিন দুপুরে তার মা তানজিরা বিবি বাড়ির কাজকর্ম করছিল। ছোট্ট শিশু সুরাজ খেলার ছলে বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠের দিকে চলে যায়। খেলার ছলে পড়ে থাকা বিষের বোতল মুখে দিলে মাটিতে ঢলে পড়ে। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন শিশু সুরাজকে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে আসে। তারা সুরাজকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানায় বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎপৃষ্টে মৃত্যু গৃহবধূর

বিশেষ প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দুপুরে ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ম্যত্যুর এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধুর নাম ঝুমা দেবনাথ (২৭)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার জয়দেব পল্লী গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে জয়দেব পল্লী গ্রামের বাসিন্দা বুবাই দেবনাথ এবং তার স্ত্রী ঝুমা দেবনাথ। তাদের এক ছেলে এক মেয়ে। বুবাই ক্যানিং–শিয়ালদহ লোকাল ট্রেনে হকারির কাজ করে। এদিন দুপুরে গৃহবধূ ঝুমা দেবনাথ ঘরের সুইচ বোর্ডে হাত দিলে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন। ঝুমার ছেলে–মেয়ে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে। চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসে। গৃহবধূকে তারা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানান বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জলের দাবিতে বিক্ষোভ, নাকাল প্রধান

মেহেবুব গাজি

পঞ্চায়েত অফিসে এলাকার সমস্যার কথা জানাতে এসে খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়লেন এলাকার তৃণমূল সমর্থক বেশ কয়েকজন মহিলা। অভিযোগ, বিক্ষোভকারী মহিলাদের মারে জামাপ্যান্ট ছিঁড়ে যায় পঞ্চায়েত প্রধান সৈয়দ জাহির হোসেনের। ঘটনার জেরে সোমবার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের দিয়ারক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। মহিলাদের পক্ষ থেকে পাল্টা পঞ্চায়েত প্রধান ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে হুমকি, মারধোরের ও কাপড় ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। পরে খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে, পঞ্চায়েতের কুলেশ্বর, তালডাঙা, কামারের ঠেস ও উত্তর দিয়ারক এই তিনটি গ্রামের কয়েক'শ গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তা, পানীয়জল ও শৌচাগারের। অভিযোগ, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের নেতাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভোট কেটে গেলেও ওই সমস্যা সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিন বেলা ১টা নাগাদ এলাকার শতাধিক মহিলা রাস্তা, টিউবওয়েল ও শৌচাগারের দাবিতে পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা বন্ধ করে ঘেরাও বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অধিকাংশই তৃণমূল সমর্থক। ঘেরাও বিক্ষোভ চলার ঘন্টা খানেক পর পঞ্চায়েত অফিসে আসেন প্রধান সৈয়দ জাহির হোসেন। এরপর বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি–দাওয়া শোনার জন্য অফিসের মধ্যে ডাকেন প্রধান। তখন বিক্ষোভকারী মহিলাদের পক্ষ থেকে জনা পঁচিশ মহিলা প্রধানের অফিসের মধ্যে ঢোকেন। প্রধান সৈয়দ জাহির হোসেনকে মহিলারা বলতে থাকেন, দ্রুত এলাকার রাস্তা, পানীয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কথা শোনার পর দু'পক্ষের মধ্যে বাগবিতন্ডা শুরু হয়ে যায়।

অভিযোগ, গ্রামবাসী ও খোদ প্রধান সঙ্গে তার কয়েকজন সঙ্গী গন্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। অফিসের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। আক্রান্ত উষারানী শিকারি, পূর্ণিমা দাস, কদম বৈদ্য ও রাধারানি শিকারির অভিযোগ, 'আমরা এলাকার পানীয়জল, রাস্তা ও শৌচাগারের দাবি–দাওয়া নিয়ে প্রধানকে জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু প্রধান আমাদেরকে নিজের অফিসের মধ্যে ডেকে বলেন, বেশি গন্ডগোল করলে বাড়ি ফিরতে পারবি না। এমন সব হুমকি দিতে দিতে প্রধান ও তার সঙ্গীরা আমাদের মারধের করতে করতে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বার করে দেয়। আমাদের কয়েকজনের কাপড়ও ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।' তবে গ্রামবাসীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে প্রধান সৈয়দ জাহির হোসেন বলেন, 'জোর করে পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে একজন মহিলা ঢুকে পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর হামলা চালিয়েছে।

আমাকে ব্যাপকভাবে মারধোর করে অফিসের ভেতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশকে জানিয়েছি। এই ঘটনার পিছনে সিপিএম রয়েছে।' ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর বিডিও নির্মাল্য বাগচি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি দ্রুত মেটানো হবে।'

২ লক্ষ বৃক্ষ রোপন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের ক্যানিং থানায় বৃক্ষরোপন করেন ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, ক্যানিং থানার ওসি সতীনাথ চট্টারাজ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর সানকার, মাতলা ১ প্রধান তপন সাহা প্রমুখ। এদিন থানার জায়গায় ১০০টি বৃক্ষ রোপন করে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস বলেন ক্যানিং–১ ব্লকের ১০টি অঞ্চলে ২ লক্ষ বৃক্ষ রোপন করা হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় বন মহোৎসব সারা বাংলা জুড়ে চলছে। এই ব্লকে মেহগনি, ইউক্যাল্টের, ঝাউ, আম, কাঁঠাল, নারকেল প্রমুখ জাতের বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন গাছই মানুষের জীবন। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা ক্ষেত্রে গাছের খুবই প্রয়োজন এটা সকলের কাছে অজানা নয়। গাছ কাটা আইনত অপরাধ। এই বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

সিপিএম কর্মী রহস্যজনক খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : গত ১৪ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির মধ্যে থেকে এক সিপিএম কর্মীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত শত্রুঘ্ন জানা (৪০) পাথরপ্রতিমা থানার লক্ষ্মীজনার্দনপুরের বাসিন্দা। তাঁর গলার নলি কাটা ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন মিলেছে বলে পুলিশের দাবি। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিবেশির সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল শত্রুঘ্ন–র। তারাই এই খুনের ঘটনায় জড়িত। দীর্ঘক্ষণ দেহ আটকে রেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত বাসিন্দারা। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, অভিযুক্তরা শাসকদলের সমর্থক। এই জমি সংক্রান্ত বিবাদকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা বলেন, 'এরকম কোনও খুনের খবর আমার জানা নেই। খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি।' ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ পরদিন রাত পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে স্ত্রীয়ের সাথে ডিভোর্স হয় শত্রুঘ্ন–র। তারপর থেকে বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে পেশায় কৃষক শত্রুঘ্ন–র সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল প্রতিবেশি অশ্বিনী বরের পরিবারের। অভিযোগ, সেই গন্ডগোলের জেরে ইন্দিরা আবাস যোজনায় পাওয়া শত্রুঘ্নর বাড়ির ইঁট পর্যন্ত ছাড়িয়েও নেওয়া হয়। প্রতিবাদ জানালে শাসকদলের মদতে ওই প্রতিবেশিরা শত্রুঘ্ন–র ওপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধোর করে। মঙ্গলবার বেলা বাড়ার পর কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশিরা গিয়ে দেখেন বাড়ির মধ্যে শত্রুঘ্ন–র রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধারে পুলিশ পৌঁছালে এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়ে। সিপিএমের অভিযোগ কয়েকবার তাকে খুনের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল তৃণমূল আশ্রিত ওই দুষ্কৃতীরা। পুলিশ তৎপর হয়নি।

উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম থেকে চতুর্থ

দীপক ঘোষ : বেশ কিছুদিন আগে প্রকাশিত মেধা তালিকা অনুযায়ী বজবজ পিকে হাই স্কুলের ছাত্র অনীক দাস উচ্চমাধ্যমিকে অষ্টম স্থানাধিকারী হয়েছিল। কিন্তু তার বাংলা ও ইংরাজীতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯০ ও ৯৩; অনীকের পিতা শিক্ষক সুবীর কুমার দাস পিকে হাইস্কুলের স্বনামধন্য বাংলার শিক্ষক। এই দুইটি বিষয়ে তার পুত্রের প্রাপ্ত নম্বরে তিনি সহ স্কুলের ইংরাজি সাহিত্যের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় শিক্ষক শুভময় রায় তাঁদের সন্দেহ গোপন রাখেন নি। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১০ জন ছাত্র বাংলা ভাষা সাহিত্যের ১০০/১০০ পাওয়াকে কটাক্ষও করেছিলেন সুবীর কুমার দাস। ফলত তিনি PPS বা Port Publication Scrutiny করেন উক্ত দুটি বিষয়ে PPR বা Part Publication Review করার সুযোগ তিনি পাননি। গত ১৪ জুলাই ২০১৫ সংশোধিত যে মার্কশিট স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার হাতে এসে পৌঁছায় তাতে দেখা যায় যে ইংরাজিতে নম্বর বেড়ে হয়েছে ৯৭; কিন্তু বাংলার নম্বর অপরিবর্তিতই আছে। এই ৪ নম্বর বেড়ে যাওয়ায় মেধা তালিকায় অনীক দাসের স্থান এখন চতুর্থ। কিছু সংশোধিত মেধা তালিকা রাজ্য সরকার কবে প্রকাশ করবেন সে বিষয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। এমনকি provisional মেধা তালিকা আদৌ সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হবে কিনা তাও খুব স্পষ্ট নয়। এব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন, ইংরাজি নম্বর বাড়ায় ইংরাজি শিক্ষক শুভময় রায়। দৃশ্যতই খুশি কিন্তু তিনি অবিলম্বে সংশোধিত মেধা তালিকা করার আবেদন জানিয়েছেন। অন্যদিকে সুধীরবাবু জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে তাঁর পুত্রের নম্বর ৯০ অবিশ্বাস্য। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১০ জন ছাত্র যদি ১০০/১০০ পেতে পারেন তাহলে অনীক তাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় এমন দাবি করেন। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী Provisional মেধা তালিকার ওপর ভিত্তি করে মেধাবী ছাত্রদের সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, এখন তিনি সংশোধিত মেধা তালিকা অনুযায়ী আর একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করবেন কিনা প্রশ্ন তুলেছেন একটি মহল। যাইহোক Scrutiny বা Review হবার পর মেধা তালিকায় ব্যাপক রদবদল রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২১ জুলাই ধর্মতলা চলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ১৫ জুলাই বুধবার বিকালে ক্যানিং থানার বাসস্ট্যান্ডে ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আগামী ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভার আয়োজন হয়। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলা পরিষদের সহ–সভাধিপতি শৈবাল রায়, ক্যানিং–১ যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশ রাম দাস প্রমুখ। শ্যামল মন্ডল বলেন সকলে ২১ জুলাই ধর্মতলা চলো। ওইদিন রাজ্যে কি ঘটেছিল কারোর অজানা নয়। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার যে কৃষক বিরোধী বিল নিয়ে এসেছে তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রী থাকার সময় ক্যানিং–ভাঙন খালি নতুন রেল পথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছিল। সেই কাজ বিজেপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল নস্কর বলেন নামখানা থেকে বকখালি পর্যন্ত রেল পথ তৈরি করা বিষয়ে কেন্দ্রে বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। ৭টি বিধানসভার এমপি কোটার অর্থ সমানভাবে দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে।

গৃহবধু খুনে অভিযুক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এক গৃহবধূকে পিটিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ভবানী বেতাল (১৯)। মঙ্গলবার সকালে কাকদ্বীপ থানার গণেশ নগরের বাড়ি থেকে বধূর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত স্বামী সুমন বেতাল ও তার পরিবারের লোকজনেরা পলাতক। ঘটনার জেরে এলাকার উত্তেজিত বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বধূর বাবা গণপতি বারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে জামাস সুমন ও তার বাবা, মা ভাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। যদিও এদিন রাত পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে, মাস চারেক আগে স্থানীয় রাজনগরের বাসিন্দা ভবানীর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় সুমনের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে সুমন ও তার পরিবারের লোকজনেরা স্ত্রী ভবানীকে পণের জন্য চাপ দিতে থাকে। রাজি না হওয়ায় ভবানীর ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার শুরু হয়। তারপরও মুখ বন্ধ করে সব কিছু সহ্য করছিল ভবানী। অভিযোগ, ইদানিং সুমন বেশ কয়েকজন মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ভবানী তা জানতে পেরে প্রতিবাদ করেছিল। তা নিয়ে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বাড়তে থাকে। অভিযোগ, সোমবার রাতে বিবাদ চরমে পৌঁছালে মদ্যপ সুমন ও তার পরিবারের লোকজনেরা ভবানীকে পিটিয়ে–শ্বাসরোধ করে খুন করে দেহ ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়। মৃতের বাবা গণপতি বারিকের অভিযোগ, লোকমুখে শুনে এসে দেখি মেয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সুমন ও তার পরিবারের লোকজনেরা মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা বলে চালাতে চেয়েছে। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক।'

তৃণমূলের স্ববিরোধিতার প্রতিবাদে কংগ্রেস

সামিম হোসেন

১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের ডাকে তৎকালীন পশ্চিমবাংলায় সার্বিক আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে রাইটার্স অভিযান হয়। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অভিযানের সামিল ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সোমেন মিত্র, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। সেই শান্তিপূর্ণ অভিযানে গুলিবিদ্ধ হন ১৩ জন তরুণ তাজা যুব কংগ্রেস কর্মী। ওই সব অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পদত্যাগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কুলপি ব্লক কংগ্রেস এর ডাকে এই পদযাত্রা ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলে পা মেলান অজস্র যুব কংগ্রেস কর্মীরা। এই প্রতিবাদ মিছিলে জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুজিত পাটোয়ারী বলেন যুব কংগ্রেস এর ডাকে রাইটার্স অভিযান হয়েছিল। তখন তৃণমূল নামক দলের জন্ম হয়নি। যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা যুব কংগ্রেস কর্মী হিসাবে প্রাণ দিয়েছেন। বর্তমানে তৃণমূল এই শহিদ দিবসকে হাইজ্যাক করে। যাদের নির্দেশে ওই দিন গুলি চালানো হয়েছিল তারা বর্তমান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক। সে দিনের সেই নারকীয় ঘটনার সঙ্গে তারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত যেমন মনীশ গুপ্ত, রচপাল সিং, সুলতান সিং প্রমুখ।

যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে সেই সব মহান শহিদদের যারা খুনী তারা আজ মা মাটি মানুষের সরকারের প্রধান অংলকার। এই দ্বিচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করে জাতীয় কংগ্রেস। প্রশাসন ভেঙে পড়েছে, অপদার্থ পুলিশ পার্টির পদলেহন করছে, শিক্ষা জগৎ কলঙ্কিত হচ্ছে, মানুষের চিকিৎসার সু বন্দোবস্ত নেই কিন্তু কুকুরের ডায়ালিসিস হচ্ছে এর তীব্র প্রতিবাদ করে জাতীয় কংগ্রেস। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুলপি ব্লক সভাপতি তাপস পাহাড়ী, সমিতির সদস্য কুতুব উদ্দিন মোল্লা প্রমুখ।

মহানগরে

‘কাল্পনিক’ আয় বাড়িয়ে বাজেটে ব্যয়ের পথ প্রশস্ত

বরুণ মন্ডল

এটা কোনও বহুজাতিক সংস্থার বাজেট নয়, যে লভ্যাংশ থেকে শেয়ার হোল্ডাররা 'ডিভিডেন্ড' পাবে। এটা কলকাতা পুরসভার বাজেট। এখানে শহরে বসবাসকারী গরিব নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের দিকে তাকিয়ে তাদের সুযোগ–সুবিধার কথা ভেবে বাজেট তৈরি হয়। তাদের কথা ভেবে চলতি অর্থবর্ষে যেখানে অনুমিত ব্যয় ২৯০৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। সেখানে ঘাটতি অর্থ মাত্র ১৬৮ কোটি বিষয়টি খুব কী একটা বেশি হলো? গত ৯ জুলাই কলকাতা পুরসভার ২০১৫–'১৬ অর্থবর্ষে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের পর গত ১৩–১৪ জুলাই দু'দিনব্যাপী বাজেট বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা কালে উঠে আসে এরকম একটা চিত্র। অন্য একটি চিত্র এরকম, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, মোট ব্যয়ের তিন থেকে ছ'শতাংশ ঘাটতি বাজেট উন্নয়নমুখী, দিশামুখী, বাস্তবমুখী। প্রসঙ্গত, এবার কলকাতা পুরসভা যে বাজেট পেশ করেছে তাতে মোট ব্যয়ে ঘাটতির পরিমাণ ৫.৭৮৪ শতাংশ। এদিকে গত অর্থবর্ষেও বর্তমান তৃণমূলী পুরবোর্ড বাজেট বরাদ্দে ঘাটতি দেখায় ১৬৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৬ হাজার। কিন্তু বছর শেষে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা।

এদিকে বাজেট পাঠের শেষে সাংবাদিক বৈঠকে মহানাগরিক জানান, এবারের বাজেটে ঘাটতি দেখালেও সূত্র যা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে বছর শেষের আগেই এই সামান্য ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হবে বর্তমান পুর বোর্ড। এদিকে জাতীয় কংগ্রেসের বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, বছর শেষে 'কাল্পনিক' আয়ে মহানাগরিক ১৬৮ কোটি ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হবেন।

এবারের বাজেট বরাদ্দে পুর অভ্যন্তরীণ উৎসে প্রপার্টি ট্যাক্স (সারচার্জ সহ) ধরা হয়েছে ৭৬১৩৩ লক্ষ টাকা। গতবার ছিল ৭৪৫৪৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা–বাণিজ্য ও পেশা করে ধরা হয়েছে ৮৬২ লক্ষ টাকা। গতবার ছিল ৯২৮ লক্ষ টাকা। বিজ্ঞাপন কর ধরা হয়েছে ৯৮০ লক্ষ টাকা। গতবার ছিল ৯৫১ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, কর ব্যতীত রাজস্বে এবার শহরে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি, লাইসেন্স ফিজ, বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন ফিজ, এসউল্লুএম, হেলথ সার্ভিস, প্রমোদ কর, বিজ্ঞাপন ফিজ, রাস্তা–পার্ক–স্কোয়ার সারাই, পরিত্যক্ত বস্তু বিক্রয়, স্থায়ী আমানতে সুদ সমস্ত ক্ষেত্রে আয় যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাচ্ছে বলেই এবার বছর শেষে 'ক্লোজিং ব্যালান্স' পুর ঘাটতি ২০১৬–র ৩১ মার্চ গিয়ে দাঁড়াবে ৮৬২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। অন্যদিকে রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষে কলকাতা পুরসভাকে 'সরকারি অনুদান' হিসাবে 'আমোদ কর বাবদ' অনুদান বরাদ্দ হয়েছে ১৮৪০ লক্ষ টাকা।

গতবার দেয় ১৩৮০ লক্ষ টাকা। সিইএসসি ও ডব্লুবিএসইডিসিএন–কে বিদ্যুৎ ব্যয়ের জন্য অনুদান বরাদ্দ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা গতবার দেয় ২১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। নদীতীর সৌন্দর্যায়নের জন্য সরকারি অনুদান বরাদ্দ হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এই খাতে গতবার রাজ্য সরকার দেয় ৭ কোটি টাকা। এদিকে, ২০০৯–'১০–এ কলকাতায় যেখানে নথিভুক্ত করদাতা ছিলেন ৫.৯ লক্ষ সেখানে ৫ বছর বাদে গত অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.২ লক্ষ জন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই পুর কর্তৃপক্ষের বর্তমান লক্ষ্য বেহালা, যাদবপুর ও গার্ডেনরিচ এলাকায় বহু অমূল্যায়িত বাড়িগুলিকে সরলীকরণ পদ্ধতিতে কর আদায় নথিভুক্ত করে পুর আয় বৃদ্ধি করা। এদিকে বিভিন্ন প্রাচীন ও জীর্ণ পৌরবাজার উন্নতি সাধন কল্পে সেগুলিকে সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেলের আওতায় আনার কথা ভাবা হচ্ছে। ফলস্বরূপ কলকাতা পুরসভার আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তাই সরকারি–বেসরকারি প্রকল্পে এবার মোট ৩১৫ কোটি টাকা আসবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু গতবার যেখানে এই খাতে মাত্র ১ কোটি টাকা এসেছিল সেটা কোন শক্তিবলে ৩০০ গুণ বৃদ্ধি পাবে, তা নিয়ে পুরসভার শীর্ষ কর্তারা দিশাহারা।

পুর বিশেষ কর্মসূচি (বরো ১–১৬) খাতে রাজস্ব ব্যয়

বিশেষ কর্মসূচি	২০১৫–'১৬ সালের বাজেট বরাদ্দ	২০১৪–'১৫ মূল বাজেট বরাদ্দ
১) পৌর প্রতিনিধিদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল	১৮০০ লক্ষ টাকা	১৮০০ লক্ষ টাকা
২) ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিম	১৭৬০ লক্ষ টাকা	১৬৮০ লক্ষ টাকা
৩)মহানাগরিকে তহবিল	১১০০ লক্ষ টাকা	১১০০ লক্ষ টাকা
৪) পৌরমহাধ্যক্ষের তহবিল	২০০ লক্ষ টাকা	২০০ লক্ষ টাকা
৫) টলি নালা প্রজেক্টে রেভেনিউ থেকে অনুদান	১০০ লক্ষ টাকা	—
৬) কেএমসি'র ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ভবনের নবীকরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	১১২ লক্ষ টাকা	৩১২ লক্ষ টাকা
৭) স্পোর্টস ও কোচিং –এ উৎসাহ দান	৬ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকা
৮) পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কর্মসূচি	৬৫০ লক্ষ টাকা	৬১০ লক্ষ টাকা
৯) নদীতীর উন্নয়নে প্রজেক্টে অনুদান	৪০০ লক্ষ টাকা	৪০০ লক্ষ টাকা
১০) জোকার বিশেষ উন্নয়ন তহবিল (ওয়ার্ড নম্বর : ১৪২–১৪৪)	৬০০ লক্ষ টাকা	—

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৮ জুলাই – ২৪ জুলাই, ২০১৫

বাংলায় আজাদি শহিদরা কবে স্বীকৃতি পাবেন?

বাংলায় শহিদ স্মরণের নানা প্রস্তুতি চলছে। ২১ জুলাইয়ের সেই মর্মান্তিক স্মৃতি বাংলার মাটিতে এবং বাংলার মানুষের মননে আজও জাগ্রত। দলের জন্য শহিদ হলে সেই দল অবশ্যই তাঁদের মান্যতা দেবেন। সেদিনের কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই আজ রাজ্যের শাসক দলের। কলকাতার কেন্দ্রবিন্দুতে গড়ে তোলা হয়েছে ২১ জুলাই স্মারক উদ্যান। যেখানে রাখা হয়েছে গুলিবিদ্ধ কংগ্রেস কর্মীর মূর্তি। সেদিন ওই কংগ্রেস দলের কর্মীরা রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও করতে চলেছিলেন বাম শাসনের বিরুদ্ধে। পথে লুটিয়ে পড়েছিল তাদের রক্তাক্ত দেহ। সেদিনের ওই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন আজকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিক ভাবেই ১৩ জন শহিদদের জন্য রাজপথ থেকে গলিপথ সর্বত্রই ব্যানার ফেস্টুন এবং প্রচারের রমরমা। অথচ অন্যদিকে এক বিচিত্র অবস্থান ভারতবাসী তথা বাঙালির মননে ও সত্ত্বায় ফুটে উঠেছে। যে সমস্ত আজাদি জওয়ানরা তাঁদের বুকের রক্তে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনার লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং শহিদ হয়েছিলেন। সেই সমস্ত বীর আজাদি জওয়ানদের শহিদ স্মারক স্তম্ভ ধ্বংস করেছিল মাউন্ট ব্যাটেন সিঙ্গাপুরে জওহরলাল নেহেরুকে সঙ্গে নিয়ে। মৃতের প্রতি এমন অমর্যাদা সভ্যতার কলঙ্ক।

বাংলার বারাকপুরের নিকটবর্তী নীলগঞ্জে আজাদহিন্দ বন্দি শিবিরে ট্রানজিট ক্যাম্পে ১৫৮০ জন আজাদি জওয়ানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ১৯৪৫ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে। দিল্লির মহাফেজখানায় সেদিনের সেই ব্রিটিশ বর্বরতার বহু দলিল আজও প্রকাশ করা হয়নি। মাত্র একটি ফাইল থেকেই এতজন শহিদের নাম উঠে এসেছে। সেদিনের সংবাদপত্রে সেই কলঙ্কজনক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের থেকেও মর্মান্তিক ছিল সেদিনের ব্রিটিশ হত্যা কাণ্ড। আজাদহিন্দ ফৌজের ওই সমস্ত শহিদদের ভিড়ে মিশে আছে হিন্দু, শিখ, মুসলিম, ইশাই সবারই নাম।

দেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী কোনও দলই আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি সেদিনের আজাদি শহিদদের। ইতিহাসের উপেক্ষায় আর রাষ্ট্রীয় উদাসীনতায় হারিয়ে গিয়েছে দেশপ্রেমিক জওয়ানদের আত্মত্যাগের কাহিনী। শিশুপাঠ্য থেকে উচ্চ স্তরের কোনও পাঠ্য পুস্তকে সামান্যতম জায়গা হয়নি বাংলার মাটিতে শহিদ হওয়া আজাদি সেনাদের।

২১ জুলাই রাজ্য জুড়ে শহিদ দিবস ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আর এক ২১ অক্টোবর যেদিন ১৯৪৩ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অস্থায়ী আজাদহিন্দ সরকার গঠন করেছিলেন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে সেই দিনটি হারিয়ে গিয়েছে বাংলার তথা ভারতবাসীর মন থেকে। রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এমন অকৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে আজ আমরা অতীতকে ভুলে গিয়েছি। যাদের জন্য আমাদের এই রাজনীতির বড়াই, গণতন্ত্রের অধিকার, সেই শহিদকুলকে উপেক্ষা করলে জাতি হিসাবে আমাদের অভিশাপ লাগবে।

অমৃত কথা

তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম ও নানা মত। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে নানা মূর্তি করে, আর নানারকম লোকও যায়। হরপার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি থাকে, আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে ভিড়ও হয়।যারা বৈষ্ণব তারা বেশিক্ষণ রাধাকৃষ্ণের কাছে, যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে, যারা রাম ভক্ত তারা সীতারামের মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার বারোয়ারীতে বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে এমন মূর্তিও থাকে।যাদের কোনও ঠাকুরের দিকে মন নেই, সেই সব লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেই সব দ্যাখে আর বন্ধুবান্ধবদের চীৎকার করে বলে 'আরে ওসব কি দেখছিস এদিকে আয়।'

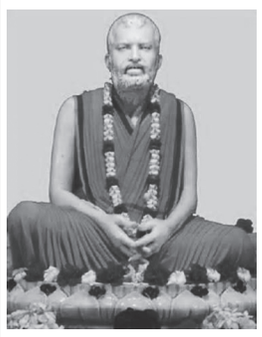

যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গো-মাংসতুল্য হয়, আর যেগোমাংস ভক্ষণ করে,কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করবার জন্যই তীর্থযাত্রা।তীর্থে গিয়েযদি ঈশ্বরেভক্তিলাভ না হলো,তবে তীর্থে যাওয়ার কোনও ফলই হলো না।আবার যদি ঘরে বসে ভক্তিলাভ করতে পার,তবে তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

একজন তামাক খোর টীকে ধরাবে বলে রাত দুপুরে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে আর একজনের বাড়ি গিয়েআগুনের জন্য দোর ঠেলাঠেলি করে চেঁচাতে লাগল। বাড়ির কর্তা উঠে এসে দোর খুলে দ্যাখে যে,তার হাতে দিব্যি আগুন রয়েছে।তখন সে বললে যে,তোমার হাতে আগুন রয়েছে, আর তুমি কিনা পাড়ায় আগুন চাইতে বেরিয়েছ! তীর্থ ভ্রমণও এইরকম। যেজ্ঞান লাভ করবার জন্যে তীর্থে যাওয়া-তা তোমার ভেতরই রয়েছে-দেখলেই হল।

সংসারে থেকে কি ধর্ম-কর্ম সম্ভব? সংসারে আছ, থাকলেই বা, কিন্তু কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ কর। নিজে কোনও ফলের কামনা কর না। নির্লিপ্তভাবে সংসারে যাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য।

হে ঈশ্বর তুমিই সব করছো,আর তুমিই আমার একমাত্র। এসব ঘর, বাড়ি,পুত্র পরিবার,বন্ধু যা কিছু সবইতোমার-এই জ্ঞান অন্তরে রেখে সংসার কর তাঁকে লাভ করবেই করবে।

অনাসক্ত হয়েসংসারে থেকে কর্ম করলে, আর তা মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে ঠিক ঠিক ঈশ্বর লাভ হয়।

ফেসবুক বার্তা

নাসার মহাকাশযান হতে ধরা পড়া বামন গ্রহ প্লুটোর ছবি। উল্লেখ্য, এর জুড়ি হিসেবে যে গ্রহটির নাম উঠে আসে তা হল নেপচুন। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে রাহু-কেতুর কথা বলা হয় তা পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী এই প্লুটো এবং নেপচুন। এর রকম ফেরের ওপর মানুষের জীবন প্রবাহিত হয় বলে জ্যোতিষীদের বিশ্বাস।

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু সাত্তোরের নির্যাতিতা নারী

নির্মল গোস্বামী

নমস্কার, আমি সাত্তোরের নির্যাতিতা নারী। আমাকে আপনাদের চেনার কথা নয়। কারণ সুদূর বীরভূম জেলার সাত্তোর নামক অখ্যাত গৌরবহীন গ্রামে অশিক্ষিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের গরিব পরিবারের এক গৃহবধূ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যকলাপ আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে সারা ভারতে।

আপনারা হয়ত ভাবছেন যে আমার উপর হাড়হিম করা পুলিশি অত্যাচারের কাহিনী আপনাদের শোনাতে বসেছি। না না সে লজ্জার, সে যন্ত্রণার, সেই বীভৎস নারী সম্ভ্রম হরণের কথা মনে পড়লে এখনও আমি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাই ফলে সে কথা আর মনে করতে চাই না। যেটা বলতে চাই তা হল যে একবার জেল খেটে এবং একবার অত্যাচারিত হয়ে এখন আমার 'ভয়' এবং 'লজ্জা' নামক অভিব্যক্তি দুটি মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই আগের মতো আর লজ্জাশীলা ভীতা রমনী নই। তাই আমার জামিনের বিরোধিতা করে সরকারি উকিল বোধহয় ঠিকই বলেছেন যে এ নারী ভয়ংকর। সত্যিই তো একজন মানুষের মন থেকে লজ্জা এবং ভয় যদি দূরে সরে যায় তা হলে সে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।

যাইহোক এখন আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এর জন্য আল্লার দোয়ার কথাই মনে পড়ে বার বার। কেন ভাগ্যবান মনে করি সেই কথাটাই এবার বলি। আমি তখন মিথ্যা মামলায় জেলে। মাননীয়া মা মাটি মানুষের সরকারের সর্বময় কর্তী বীরভূমে এলেন এবং সাংবাদিক ডেকে আমার গ্রেপ্তারির যৌক্তিকতার স্বপক্ষে কথা বললেন। যেটা ভেবেই আমি পুলকিত হচ্ছি, তা হলে, তাঁর মতো একজন দোর্দন্ডপ্রতাপ শাসককেও আমার মতো একজন প্রান্তবাসী অন্তজ মহিলার সঙ্গে ছায়া যুদ্ধ করতে হল। যিনি এ রাজ্যে ৩৪ বছরের শাসকদলকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। যিনি কংগ্রেস নামক ১৫০ বছরের দলকে সাইন বোর্ডে পরিণত করতে পেরেছেন। তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। তাঁর প্রশাসন, তাঁর অনুব্রত, মনিরুল। তবুও তাঁকেই এগিয়ে আসতে হল আমাকে মোকাবিলা করতে। যুক্তি যখন থই পায়নি তখন সাংবাদিকদের ধমকে বললেন, মিসগাইড করবেন না। আমার তখন খুব হাসি পেয়েছিল। কবি নজরুল বলেছিলেন, ''হে দরিদ্র তুমি কারে করেছ মহান'' সেই রকমভাবে বলতে ইচ্ছে করে ''হে অত্যাচার, হে মিথ্যা মামলা তোমরা আমাকে সম্মানিত করেছ''। যাইহোক এখন আমি সাহসী ও প্রগলভ হয়েছি। এখন সাংবাদিকদের কথায় ঠিক ঠিক যথাযথ উত্তর দিতে পারি। যুক্তি হারিয়ে ফেলি না। তাই এবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সে দিন আমার জেলায় এসে যা যা বলেছেন তাঁর কথার উত্তর দিতে চাই।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই বলেছেন—নিশ্চয়ই কিছু দোষ করেছে তা না হলে এমনি এমনি পুলিশ ধরে। মমতাদেবী জানতেন যে দোষ করেছি। কিন্তু কি দোষ করেছি তা জানেন না নাকি জেনেও বললেন না। যদি বলে দিতেন যে পুলিশকে বোম মেরেছি বা অন্য কিছু তাহলে মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলার মানুষ জানতে পারত। যদি আমার সঠিক অপরাধটা কি তা না জেনে থাকেন তাহলে বলব আপনি অর্ধসত্য জেনেছেন। আমার অপরাধটা আইনের চোখে যে কী তা আপনার প্রশাসনও জানে না আপনিও জানেন না। তাই তারা তখনই কেস ডায়েরি জমা দিতে পারে নি। জানে জমা দিলে আমি ছাড়া পেয়ে যাব প্রমাণের অভাবে। তাই আমার অপরাধটা যে কি তা আপনার পক্ষেও জানা সম্ভব হয় নি। তবু প্রশাসনকে বাঁচাতে হবে তাই আপনার কথা বলা।

আমার অপরাধটা হল আমি সত্য কথাটা বলার সাহস অর্জন করেছি। পুরুষ শাসিত সমাজে ভাবে যে নারী তার নিজের শ্লীলতাহানির কথা নিজে মুখে বলতে পারে না। ধর্ষণের কথা কত শত নারী চেপে যায়। যেভাবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ও পুলিশ আমার উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করেছিল তাতে করে আমি ভেঙে পড়ব। সারা শরীর জুড়ে মার ও স্ত্রী অঙ্গে অত্যাচারের কথা আমি মিডিয়াকে বলে দিয়েছি। সেটাই আমার আসল অপরাধ। আমি সেই পুলিশের বিরুদ্ধে কেস করেছি। এসপির সামনে বসে থাকা পুলিশ অফিসারকে চিহ্নিত করেছি। এই যে এত বড় ধৃষ্টতা। এটা কি অপরাধ নয়। আর আমার অপরাধ সেই দিন তৃণমূল পার্টি অফিসে মজুত বোমা উদ্ধার করার জন্য প্রশাসনকে চাপ দিয়ে ছিল সাত্তোরের গ্রামবাসী বা বিজেপি কর্মীরা। আর আমিও সেই গ্রামের এবং মিডিয়ার দৌলতে এখনও বোধহয় বিজেপি'র ধরে নেয় প্রশাসন। তা নিক তাতে আমার আপত্তি নেই—নিষিদ্ধ পার্টি তো নয়। ফলে সমস্ত গ্রামবাসী যদি বোমা উদ্ধারের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে দোষী হয় তাহলে আমিও দোষী। দিদি, আপনার পার্টিও কিসে টাকা, পয়সা, সোনা দানা যাই ইচ্ছা রাখুন সাত্তোর বাসীর তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু বোমার বস্তা রাখলে আমাদের অনেক কিছু আসে যায়। কারণ হতে পারে তার জন্যই বোমা উদ্ধারের জন্য সাত্তোরবাসীর এতো মাথা ব্যথার কারণ ছিল। বহুপূর্ব অভিজ্ঞতা যে সাত্তোরবাসীর আছে তা তো আপনি বা আপনার প্রশাসন জানে। আপনার পুলিশ যদি সঙ্গে সঙ্গে বোমা উদ্ধার করত তাহলে তো আর রাস্তা অবরোধ করার প্রয়োজন হত না। আমরা এতো দিন জেনে এসেছি যে অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত আছে এমন খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দিলে প্রশাসন তাদের পুরস্কৃত করে। দিদি আপনার রাজত্বে দেখলাম যে সেই পুরস্কারের নাম হল কারাবাস। আচ্ছা আমি রাস্তা অবরোধ করে অন্যায় করেছি কিন্তু এই অন্যায়টা রাজ্যে কে কোথায় না করে? দিদি আপনি নিজে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে একমাস মঞ্চ বেঁধে বসেছিলেন দাবি আদায়ের জন্য। তাতে কিন্তু আপনাকে গ্রেফতার হতে হয়নি। কিন্তু আমি প্রান্তজন বলে আমাকে হতে হল।

যাই হোক শেষ প্রশ্নটা করে এবারের মতো শেষ করব। সেটা হল যে আমার উপর নারকীয় পুলিশি জুলুম হয়েছিল তা কিন্তু কোথাও সাজানো ঘটনা বলে আপনি বা আপনার প্রশাসন অস্বীকার করেনি। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছে। আমি যে সাজা পেলুম তার জন্য আমার কি দোষ ছিল সেটা কিন্তু বলেননি। দোষ না থাকলে যেমন গ্রেফতার করে নি আপনি বলেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে নিশ্চয়ই আপনার অভিমত যে দোষ না থাকলে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে মারবে কেন? আমার দোষের কথাটা না হয় বাদই দিলুম। আচ্ছা আপনি ল'ও পাশ করেছেন তাহলে বলুন আমাদের সংবিধানে বা আইপিসি'র কত নম্বর ধারা আছে যে কোন ধরনের অপরাধ করলে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে কেস না দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে একজন মহিলাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিতে পারে? শ্লীলতাহানির অধ্যায়টা না হয় বাদই দিলুম।

এরকম শাস্তি দেবার আইনি অধিকার কি পুলিশের আছে? মজার ব্যাপার আমার নাম থানায় কোনও দিনই কেউ কোনও অভিযোগ জমা দেয়নি। ফলে আমি কি করে অপরাধী হলুম তা জানতেই পারিনি। অথচ আপনি সুদূর নবান্নে বসে হাজার কাজের হাজার ঝামেলার মধ্যে থেকেও আমার অপরাধটা ঠিকই দেখতে পেয়েছেন। তাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

আগামী সংখ্যায় ''রাজনীতি করলে যা ইচ্ছা করা যায় না'' এবং ''আইন আইনের পথে চলবে'' এই দুটি কথার জবাব দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

দেশের খবর-দশের খবর

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনায় মন্ত্রিসভার ছাড়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে আজ এখানে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা' রূপায়ণে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ পর্যন্ত পাঁচ বছর ধরে এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৫,৩০০ কোটি টাকা।

'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'র মূল উদ্দেশ্যগুলি হল কৃষি সেচ ব্যবস্থায় লগ্নির অভিমুখীকরণ; নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আরও চাষ জমিকে নিয়ে আসা; জলের অপচয় হ্রাস করতে কৃষিকাজে জলের সর্বোত্তম ব্যবহার বাড়ানো; যথাযথ সেচ পদ্ধতি গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ; জল সাশ্রয়কারী বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং জলের উৎসগুলিকে পুনরায় জলপূর্ণ করা প্রভৃতি।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রক স্টিয়ারিং কমিটি জাতীয় স্তরে এই কর্মসূচিটির নজরদারি ও তত্ত্বাবধানের কাজ করবে। নিতি আয়োগের উপাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে জাতীয় স্তরের যে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে তারা কর্মসূচি রূপায়ণ, সম্পদের বন্টন, আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয়, কাজকর্মে নজরদারি ও মূল্যায়ন, প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয় দেখভাল করবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্যস্তরীয় অনুমোদন কমিটি কর্মসূচি রূপায়ণের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবে। এই কমিটির প্রকল্প অনুমোদনের ও কাজকর্মের অগ্রগতির ওপর নজরদারি করার ক্ষমতা রয়েছে। সেচ কর্মসূচির অন্তিম পর্যায়েও সুষ্ঠু সমন্বয় সুনিশ্চিত করার জন্য জেলাস্তরীয় রূপায়ণ কমিটি গড়ে তোলারও প্রস্তাব রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, সেচ সংক্রান্ত চালু প্রকল্পগুলির সমন্বয়সাধনেও প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা সাহায্য করবে।

সারা দেশে ৩৪ উপকূল পুলিশ কেন্দ্র : রাজনাথ

পশ্চিমবঙ্গ-সহ সাতটি উপকূল সংলগ্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩৪-টি উপকূল পুলিশ কেন্দ্র চালু করা হবে বলে আজ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও রয়েছে - গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পুডুচেরী এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। আজ গোয়ার পানাজি-তে রাজনাথ সিং তাঁর মন্ত্রকের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখাকালীন মন্তব্য করেন, ভারতের নিরাপত্তা পরিকল্পনায় উপকূল নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুম্বই-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে সমুদ্র পথ ধরেই। ২০০৮-এ পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গিরা মুম্বই-এ হামলা চালায় সমুদ্রপথে এসেই। তখন থেকে উপকূলকে সুরক্ষিত রাখতে কেন্দ্র বহুবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভারতের ৭,৫১৬ কিমিব্যাপী লম্বা উপকূলে বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর গড়ে উঠেছে।

জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন মিশন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন মিশনের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে নতুন দিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এ সংক্রান্ত প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ায়, জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন মিশন, দেশে দক্ষতা উন্নয়নের কাজকর্মে কেন্দ্র ও রাজ্যকে মজবুত সাংগঠনিক সাহায্য দিতে পারবে।

মিশনের কাঠামো 'ত্রিস্তরীয়'। যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মিশনকে প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মিশনের 'গভর্নিং কাউন্সিল', নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শদান করবে। এরপরে কর্মমুখী উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'স্টিয়ারিং কমিটি' মিশনের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করবে। গভর্নিং কাউন্সিলের নির্দেশ ও নীতি অনুসারে মিশনের কাজকর্ম হচ্ছে কিনা, মূলত তাই নিরীক্ষণ করবে 'স্টিয়ারিং কমিটি'। পরের স্তরে রয়েছে, মিশন মহানির্দেশালয়। কর্মমুখী উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব এই মহানির্দেশালয়ের প্রধান হিসেবে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি দফতরে কর্মমুখী উন্নয়নের কাজকর্মের সমন্বয়সাধন ও রূপায়ণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। বেশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলির কাজকর্মের জন্য মিশনের আওতাধীন উপ-মিশন থাকবে। এছাড়া, জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন নিগম এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মহানির্দেশালয় মিশনের নির্দেশে কাজ করবে।

প্রধানমন্ত্রী গত বছরের জুলাই মাসে বলেছিলেন, আজ বিশ্ব, পণ্যসামগ্রীর বাণিজ্যের ওপর মনোনিবেশ করছে। কিন্তু আগামী দিনে দক্ষকর্মীর চাহিদার প্রতিই থাকবে সবার নজর। তাই প্রত্যেককে এই দিশায় কাজ করে যেতে হবে।

ভারতের অধিকাংশ মানুষ কর্মক্ষম বয়সের। দেশের যুবসম্প্রদায়কে দক্ষ করে তোলাই বিশেষ প্রয়োজন। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার ৬৮তম রাউন্ডের হিসেব অনুযায়ী, দেশে মাত্র ৪.৪৯ শতাংশ কর্মী দক্ষতা উন্নয়নের প্রথাগত প্রশিক্ষণ পেয়েছে। অথচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা ৫২ শতাংশ, ব্রিটেনে ৬৮ শতাংশ, জার্মানিতে ৭৫ শতাংশ, জাপানে ৮০ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়াতে ৯৬ শতাংশদেশে কর্মমুখী উন্নয়নের উদ্যোমের ওপর জোর দেওয়ার জন্য ২০০৯ সালে জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন তহবিল গড়ে তোলা হয়। এই বছরই গড়ে তোলা হয় জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন নিগম এবং ২০১৩ সালে জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন সংস্থা গঠন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, কর্মমুখী উন্নয়নের কাজ সন্তোষজনক নয়।

দেশের বিপুল সংখ্যার নাগরিককে দক্ষ করে তোলা ভারতের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, ২০২২ সালের মধ্যে আনুমানিক ১০ কোটি ৪০ লক্ষ নতুন কর্মীদের দক্ষ করে তোলার প্রয়োজন হবে। একই সময়ে, এখনকার ২৯ কোটি ৮০ লক্ষ কর্মীদেরও দক্ষতা উন্নয়ন জরুরি হবে।

এই বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়, জাতীয় কর্মমুখী উন্নয়ন মিশনের কাজকর্ম জোরদার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, কর্মমুখী উন্নয়ন ও উদ্যোগ দপ্তর নামে একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করেছেন এবং এই দপ্তরটি গত ২০১৪ সালের ৯ই নভেম্বর থেকে পৃথক মন্ত্রকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ্য, কর্মমুখী উন্নয়নের বিষয়টি আগে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের আওতায় ছিল।

কালো টাকা উদ্ধারে তৎপরতা

কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কালো টাকা প্রতিরোধ ও কর আরোপ আইন, ২০১৫-রআওতায়ভারতেরবাইরে জমানো গোপন অর্থ ও সম্পত্তির পরিমান ঘোষণার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই তারিখের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি ভারতের বাইরে জমানো গোপন অর্থ ও সম্পত্তির পরিমান প্রকাশ না করে থাকেন, তাহলে তাকে তা আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে এবং এর জন্য তার কর ও জরিমানা ধার্য হবে। গোপন আয় ও সম্পত্তি ঘোষণার জন্য 'এক জানালা' ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পৃথকভাবে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি এ বছর তাঁর বাজেট ভাষণে বিদেশে গচ্ছিত কালো টাকার মোকাবিলায় একটি নতুন সুসংহত আইন প্রণয়নের কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রস্তাবিত এ সংক্রান্ত বিলটি বাজেট অধিবেশনেই সংসদের ছাড়পত্র পায়। বিলটিকে আইনে পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হলে গত ২৬ মে তাতে তিনি স্বাক্ষর করেন।

মানস-সঙ্কোশ-তিস্তা-গঙ্গার সমন্বয় সাধনে

কেন্দ্রীয় জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গানদী পুনরুজ্জীবন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক সানওয়ার লাল জাঠ জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাঁর মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বিহার সরকারের সঙ্গে মানস-সঙ্কোশ-তিস্তা ও গঙ্গানদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করবে। অধ্যাপক জাঠ ১৩ জুলাই, এখানে নদ-নদীগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির পঞ্চম বৈঠকে পৌরোহিত্য করে একথা জানান। তিনি আরও বলেন, নদ-নদীগুলির মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলার এই বৃহৎ প্রকল্প জল ও খাদ্য সুরক্ষার প্রসারে সুদূরপ্রসারী হবে। জাঠ আরও বলেন, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য পরিবেশ, বন্যপ্রাণী ও বন সংক্রান্ত ছাড়পত্রের অপেক্ষা করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, শীঘ্রই ওই সমস্ত ছাড়পত্র পাওয়া যাবে এবং প্রকল্প রূপায়ণের কাজও দ্রুত শুরু হবে। মানস-সঙ্কোশ-তিস্তা ও গঙ্গানদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক জাঠ জানান, এই প্রকল্পের ফলে সেচ ব্যবস্থা ও জল সরবরাহের দিক থেকে না কেবল অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উপকৃত হবে, দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ব্যাপক পরিমাণে জল সরবরাহ করাও সম্ভব হবে বলে তিনি জানান।

সাড়ে তিন লক্ষ অভিযোগের নিষ্পত্তি

জাতীয় লোকআদালতে সাড়ে তিন লক্ষ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে। দেশ জু।ে আয়োজিত জাতীয় লোকআদালতে বিদ্যু, জল, টেলিফোন এবং অন্যান্য 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট' বিষয়ে অভিযোগের মীমাংসা হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে, জাতীয় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ মাসের দ্বিতীয় শনিবারে এ ধরনের লোকআদালত আয়োজন করে চলেছে। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঝুলে থাকা মামলাগুলির দ্রুত মীমাংসা করতে এ ধরনের লোকআদালত। লোকআদালতে বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, তা আর উচ্চ আদালত পর্যন্ত গ।য় না।

সৌর মডেল বানিয়ে পুরস্কৃত ষষ্ঠ শ্রেণির সৌম্যপ্রিয়

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২নং ব্লকের অন্তর্গত বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সৌম্যপ্রিয় মণ্ডল ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরে বিজ্ঞানের মডেল পাঠিয়ে পুরস্কার জিতে নিল। সম্প্রতি দিল্লির ওই দফতর থেকে শংসাপত্র এবং ৫ হাজার টাকার একটি চেক সৌম্যপ্রিয়র নামে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ে এসেছে। এই খবরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুই থেকে পরিচালন কমিটির সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায় সকলেই অত্যন্ত খুশি। খুশি বাওয়ালী এলাকার ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকরাও। সৌম্যপ্রিয়র বাবা দিবাকর মন্ডল জানালেন, সৌম্যপ্রিয় পড়াশোনায় খুবই মনোযোগী। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানের নানা মডেল বানানোর ক্ষেত্রেও পারদর্শী। চিরাচরিত বিদ্যুতের বিকল্প হিসাবে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আগামী দিনে কিভাবে মানুষ সমাজের জীবন যাত্রা স্বাভাবিক ভাবে চলতে পারে তার ওপর সৌম্যপ্রিয় একটি মডেল বানায়। এবং সেটি দিল্লিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরে গত বছরে পাঠানো হয়। কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই বিদ্যালয়ে চিঠি মারফৎ সৌম্যপ্রিয় জানতে পারে সে পুরস্কৃত হয়েছে।

জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে শৌচালয়ের অভিযান। নামখানার বহু স্কুলে আজও শৌচালয় নেই। দাবি জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। নামখানার বিডিও অফিসে তাই নিয়ে দেখা গেল তৎপরতা। বিডিও অফিস সংলগ্ন মাঠেই চলছে শৌচালয়ের কুয়ো তৈরির কাজ। সম্প্রতি নির্মল জেলার পুরস্কার নিয়ে এই জেলায় যোগদান করেছেন জেলাশাসক পি বি সেলিম। তিনি চান জেলার এমন কোনও পরিবার থাকবে না যেখানে শৌচালয় নেই। এমন কী মাঠে–ঘাটে শৌচকর্ম করার বিরুদ্ধে অভিযানে নামবেন বলে ঘোষণা করেছেন। **ছবি : মধুশ্রী আচার্য**

হাবড়া থানার ইফতার

কল্যাণ রায়চৌধুরী : আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি অপরাধ নিয়ন্ত্রণে জনসংযোগবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একের পর এক সামাজিক কর্মসূচি পালন করে চলেছে, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার হাবড়া থানা। সম্প্রতি বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবসে মাদকবিরোধী র‍্যালি সংঘটিত করার পর ১৩ জুলাই ইফতার–এর আয়োজন করে। হাবড়া থানার উদ্যোগে এদিনের ইফতার পার্টিতে প্রায় এক হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নীলিমেষ দাস, উপ পুরপ্রধান রাখী দাস, হাবড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না বিশ্বাস, সহ সভাপতি জাকির হোসেন, হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা প্রাক্তন বিধায়ক তপতী দত্ত, জেলা পরিষদ সদস্য শিবানী দাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নেহাল আলি, বাণীপুর লোক উৎসব কমিটির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায় (পুনা), মছলন্দপুরের তৃণমূল ব্লক সভাপতি অজিত সাহা, হাবড়া তৃণমূল সভাপতি সিতাংশু দাস, হাবড়া চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি নিরঞ্জন সাহা, হাবড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোপাল সাহা, অশোক নগর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সমীর দত্ত, হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের বর্তমান জিএস, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন জিএস, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাঁচঘরিয়া মসজিদের ইমাম আব্দুল সামাদ, মহ বাকিবুল্লা সহ হাবড়া থানা সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও হাবড়া পুরসভার কাউন্সিলরগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাবড়া হাসপাতালের সুপার। বিভিন্ন পুলিশকর্মী যাঁরা রোজায় ছিলেন তাঁরাও ইফতার করেন। ইফতারে সামিল হন বিডিও স্টাফ সিদ্দিক হোসেন। এদিন পাঁচঘরিয়া মসজিদের ইমাম আব্দুল সামাদ নামাজ পাঠ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন সহ বাকিবুল্লা। এদিনের ইফতারে হাবড়ার বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গা যেমন বছর, কুমড়ো–কাশীপুর এলাকা থেকে প্রচুর মানুষ ইফতারে সামিল হন। এদিনের ইফতারের আহ্বায়ক ছিলেন হাবড়া থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইফতারের সূচনায় তিনি স্বাগতভাষণ পাঠ করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বক্তব্য রাখেন পুরপ্রধান নীলিমেষ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি জাকির হোসেন।

২১ জুলাই উপলক্ষ্যে সাইকেল বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ জুলাই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাক ধর্মতলায় শহিদ দিবসের প্রচার উপলক্ষ্যে গত ১২ জুলাই বজবজ ২নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস এক বিশাল সাইকেল ও বাইক র‍্যালির আয়োজন করেছিল। র‍্যালিটি শুরু হল বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সামনে থেকে। তারপর রানিয়া বিশালাক্ষীতলা–ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা ঘুরে নোদাখালীতে শেষ হয়। র‍্যালিতে ছাত্র–যুবদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। র‍্যালির অগ্রভাগে প্রচারে ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, যুব নেতা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দীর্ঘদিন পর র‍্যালি উপলক্ষ্যে যে এত মানুষ সাড়া দেবেন, অনেকেই তা ভাবতে পারেননি। বজবজ ২নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী র‍্যালি সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

অপহৃত কিশোরী উদ্ধারের দাবিতে মগরাহাটে বিজেপির অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার সামনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহার নেতৃত্বে জেলা ও রাজ্য প্রতিনিধি রাহুল সিনহার নেতৃত্বে জেলা ও রাজ্য প্রতিনিধি দল এবং কয়েকশো কর্মী সমর্থক স্থানীয় এক তরুণীর উদ্ধারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। উল্লেখ্য গত ৯ মে মগরাহাট থানার ইনায়েতপুর গ্রামের বাসিন্দা সুভাষ মণ্ডলের ১৫ বছরের মেয়ে টুকটুকি মণ্ডল নিখোঁজ হয়। টুকটুকির পরিবারের অভিযোগ তার মেয়েকে দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে মগরাহাট থানার অভিযোগ দায়ের করে তারা। কিন্তু এখনও টুকটুকির খোঁজ মেলেনি। এদিন অবস্থান বিক্ষোভে সাংবাদিকদের প্রশ্নে রাহুল সিনহা বলেন একটি ১৫ বছরের মেয়েকে তার বাড়ি থেকে একদল দুষ্কৃতী জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে। ৮০ দিন যাবৎ সেই পরিবার বিভিন্ন জায়গায় বিচার চাইছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ সেই মেয়েটির বাড়ি যায়নি।

এলাকার মানুষ ও পুলিশের সঙ্গে কথা বললাম। এলাকার মানুষ ভয়ে এতো ভীত, তারা ঠিকভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। এর চেয়ে চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও রাজনৈতিক চাপ আছে। কারণ দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। পুলিশ সেইভাবে কোনও প্রচেষ্টা নিচ্ছে না। সেই কারণে আমি ওসিকে জানালাম, যতক্ষণ না মেয়েটি উদ্ধার হচ্ছে আমি থানার সামনের মঞ্চে ততক্ষণ অবস্থান করছি। দেখি পুলিশ তৎপর হয় কিনা।'

দত্তপুকুর থানার উদ্যোগে ইফতার

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : পরিবর্তনের সরকার আসার পর রাজ্যের প্রত্যেকটি থানা এলাকায় অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মর্মে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসংযোগ বৃদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলির মতো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ প্রশাসনও এই উদ্যোগে সামিল। এই জেলার নবগঠিত দত্তপুকুর থানার পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ১১ জুলাই ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়।

এই ইফতারের আহ্বায়ক ছিলেন দত্তপুকুর থানার আইসি বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বজিৎবাবু প্রায় সাড়ে চার মাস আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার ওসি থেকে আইসি পদে উন্নীত হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তপুকুরে আসেন। দত্তপুকুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের ইফতারের আয়োজন করা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। প্রায় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই ইফতারে নামাজ পাঠ করান ১৪টি মসজিদের ইমাম কমিটির সম্পাদক তথা কোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমান। তাঁকে সহযোগিতা করেন দত্তপুকুর হাটখোলা মসজিদের ইমাম মহ বাকিবুল্লা। এছাড়াও ছিলেন অন্যান্য মসজিদের ইমামরাও। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমডাঙার বিধায়ক রফিকুল রহমান, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেখ মনুয়ার আলি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ এলাকার বিভিন্ন সমাজসেবী।

ইফতার–আগমনীর মেলবন্ধন চুঁচুড়ায়

মলয় সুর, চুঁচুড়া : পবিত্র রমজান মাসের শেষে খুশির ঈদ উৎসব। আরে সেই ঈদ ঘিরেই জেলার মহল্লায় আগমনী উৎসবের সাজো সাজো রব। ঠিক

এরই পাশাপাশি চুঁচুড়া মনসাতলা বিদ্যাসাগর পার্কে হিন্দু–মুসলিম পবিত্র ঈদ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গত রবিবার ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় গরিব দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০০ জন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু মানুষের পাশাপাশি হিন্দু গরিব দুঃখীদের মধ্যেও পোশাক বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি জনাব শেখ বামা বলেন, পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচির কথা মাথায় রেখেই এই অনুষ্ঠান করে আসছি। হিন্দু–মুসলমান ভাইদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে এই খুশির উৎসব। এদিন জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানভাবে অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গন মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জল নিদর্শন হল পবিত্র ঈদ, সপ্তমবর্ষে এই খুশির ঈদের প্রাক্কালের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের শ্রম সচিব তথা সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায়, চুঁচুড়া মহকুমা শাসক সুদীপ সরকার, সংখ্যালঘু মাইনরিটি সেল–এর ভাইস চেয়ারম্যান অলহাজ কাজি কামালুদ্দিন। শেখ বামা আরও জানান, ঈদ হচ্ছে গোটা মুসলিম সমাজের কাছে খুশির উৎসব তাই এই খুশির দিনে সব মানুষ একসঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ করুক। তিনি শুধু ধর্মীয় আলোচনা সভা করার পক্ষপাতি নন। এদিন তাদের অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কথাবলা পুতুল ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল।

জমি বিলি নিয়ে নাচানাচি

প্রথম পাতার পর

তার উপর রয়েছে খরা–বন্যার জ্বালা। তাই ২২ শতাংশ কৃষকের ভালবাসার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে কৃষিকাজ। ৬২ শতাংশ কৃষক চাষ–বাস ছেড়ে দিয়ে শহরে অন্য কোনও কাজ চান। ফলে ধীরে ধীরে কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। বাড়ছে কর্মপ্রার্থীর তালিকাও। ৩৭ শতাংশ কৃষকরা তো তাদের ছেলেমেয়েদের আর চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে চান না। না খেয়ে দেয়ে চেষ্টা করছেন ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ছাপ দিয়ে অন্যকাজে পাঠাতে। ফলে সরকারের খাদ্য সুরক্ষা যোজনা, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ক্রমশ হাস্যকর হয়ে উঠছে।

দেশের কৃষি দফতর ও আধিকারিকদের এতটাই কর্মদক্ষতা যে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৬৭ শতাংশ কৃষক কৃষিপণ্য বীমার নামই শোনেননি। ৭০ শতাংশ কৃষক বলেছেন তাদের ফসল খরা, বন্যা আর আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকে না। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কৃষকদের সবচেয়ে মাথা ব্যথার কারণ হল সেচ ব্যবস্থা। অধিকাংশ কৃষক বলেছেন গত ১০–১৫ বছরের মধ্যে এলাকায় খাল বা কুয়ো খনন হয় নি। তবে এবার মোদির প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা অনেকটা আশা যুগিয়েছে এদের। তারা মনে করেন হয়ত এবার সেচের বন্ধ্যা কাটতে চলেছে।

সমীক্ষা বলছে দেশের অধিকাংশ কৃষকই আধুনিক চাষ–বাস বা কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কুশলতা বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও কৃষকদের নানা প্রশিক্ষণ–কর্মশালার মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে কেউই এগিয়ে আসে নি। কৃষিকে অবহেলা করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারকেই দুষেছেন কৃষকরা। অন্য এক সমীক্ষা বলছে দেশের অধিকাংশ কৃষক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের মাটি পরীক্ষায় আগ্রহী নয়। ফলে বীজ সারে অর্থের অপচয় ঘটছে। আবার এ ব্যাপারে মাঠে নামতে নারাজ কৃষি আধিকারিকরা।

সব মিলিয়ে দেশের কৃষি পরিস্থিতি সংকটের মূলে। দেশের অর্থনীতির উন্নতি যদি নরেন্দ্র মোদির বাধ্যবাধকতা হয়ে থাকে তাহলে কৃষিতে মনোনিবেশ তাকে করতেই হবে। অন্যথায় সবই বিফলে যাবে।

সুন্দরবন ভুগছে পানীয় জলের অভাবে

প্রথম পাতার পর

তবু আজও বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত সুন্দরবনবাসী। কারণ সেসব তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণের দায় নেননি সেখানকার জনপ্রতিনিধিরা। শুধু কি তাই সবচেয়ে লজ্জাজনক যে কারণটির দিকে নির্দেশ করেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তা হল উৎকৃষ্ট মানের ব্লিচিং পাউডারের অভাব। সুন্দরবন নিয়ে আলাদা দফতর, আলাদা পর্ষদ। সেখানে মন্ত্রী–কর্তাদের ঠান্ডা চেম্বার, গাড়ি, নানা সুযোগ সুবিধার সঙ্গে এই কারণ বাংলার মাথা হেঁট করে দেয়। সবচেয়ে সেটা বড় কথা এই দফতর পর্ষদ যারা এতদিন চালিয়ে গেল, সুখভোগ করে গেল তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।

এখন অবশ্য কিছুটা কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৩৭২টি গ্রামের ১২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছে দিতে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প শুরু করেছে। এছাড়াও জলে সংমিশ্রণ রুখতে টিউবওয়েল বসানোর জন্য ভূ–গর্ভস্থ খননের গভীরতা হ্রাস করতে একটি কর্মসূচি রূপায়ন করেছে। তবে এর সুফল কতটা মিলবে, কতদিনে মিলবে তা বলতে পারবে একমাত্র ভবিষ্যত।

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ

সামিম হোসেন, জুমাস লস্কর : পবিত্র ঈদ–উল–ফিতর উপলক্ষ্যে দুঃস্থ অসহায় পুরুষ মহিলা শিশুদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় ''রোজ গার্ডেন স্কুলে''। এই বস্ত্র

বিতরণ অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিল মুসলিম সমাজ উন্নয়ন ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টটি পেলাহাট থানার অধীন নেতাজি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রনগরে। এই বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ২২টি গ্রামের ৮৭৫ জনকে এই সাহায্য দেওয়া হয়। সাহায্য যথাক্রমে শাড়ি, লুঙ্গি, শিশুদের জামা প্যান্ট। এই ট্রাস্ট্রের সম্পাদক আলহ্বাজ কারাসতুল্লাহ মোল্লা সাহেব বলেন প্রতি বছর রমজান মাসে ২৮টিতে আমরা এই বস্ত্র বিতরণ করি এবং ২০০০ সাল থেকে আমরা আমাদের ট্রাস্ট্রের তরফ থেকে এই ধরনের দান করে আসছি, ভবিষ্যতেও আরো ব্যাপক ভাবে করবো। এছাড়া আইনি সচেতনতা শিবির স্বাস্থ্য শিবির সহ জন কল্যাণমূলক কাজ কর্ম করে থাকি সারাবছর। এছাড়া এই ট্রাস্টের পরিচালনায় ''রোজ গার্ডেন ইসলামিক মিশন'' নামক একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে যেখানে প্রি–নার্সারি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের সাধারণ শিক্ষা ও ভোকেশান্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাহিরের ১০টি গ্রামের ৩৫ জন সহ মোট ২৭০ জন ছাত্র ছাত্রী এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মমতাজ মোল্লা, নেতাজি অঞ্চল প্রধান সাহিদা বেনিয়া, কাকদ্বীপ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আলহ্বাজ আবুহার মোল্লা প্রমুখ।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক উদ্বোধন

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নব নির্মাণ ব্লাড ব্যাঙ্কের

উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল সরকার প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন রাজ্যের মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আজ থেকে চালু হল ব্লাড ব্যাঙ্ক। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এই বিভাগ চালু করার জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ৫৫০ জনের ক্যাপাসিটি আছে। এটি অতি আধুনিক ব্ল্যাড ব্যাঙ্ক। তিনি আরও বলেন এতদিন সুন্দরবনের মানুষকে রক্তের জন্য কলকাতায় ছুটতে হতো। ফলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিয়ে যেতে রোগীর মৃত্যু ঘটতো। ফলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে। শুধু ক্যানিং মহকুমা নয়, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ব্লকের মানুষজন স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য এই হাসপাতালে আসে। বিগত বাম সরকারের আমলে রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছিল এটা সকলের কাছে অজানা নয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন হাসপাতাল ভিজিট করেছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি সচল হয়েছে। এই হাসপাতালে চালু হয়েছে ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান এবং রাজ্যের সর্বপ্রথম বৃহত্তর সর্প হাসপাতাল। আগামী দিনে এই হাসপাতালে চালু হবে মর্গ বিভাগ। এদিন ব্লাড ব্যাঙ্ক বিভাগে স্বেচ্ছায় ২০ জন রক্ত দান করে। এদের মধ্যে ৪ জন মহিলা। এদিকে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালু হওয়ায় খুশি ক্যানিং মহকুমাবাসী। এ দিনের সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

ADVERTISEMENT

Application is invited from intending Self Help Groups/ Registered Co-Operative Societies/Semi Govt. bodies/ individuals/groups of individuals as an entity for filling up the vacancy of distributorship at near the office of the BDO under Kultali Block, Dist.- South 24 Pgs. It the applicant be individual(s), he/she/they should be permanent resident of the concerned district. While selecting suitable candidate for offering distributorship licence under the West Bengal Public Distribution System (Maintenance & Control) Order, 2013, preference may be given to Self Help Groups, especially women Self Help Groups.

For further details, contact the officer of the District Controller, Food & Supplies, South 24 Pgs, New Administrative Building, 7th Floor, Alipore, Kolkata 700 027.

Last date for submission of application in prescribed proforme up to 12.08.2015.

Sd-
District Controller (F&S)
South 24 Pgs. Alipore

৭৮৮/জেতসদ/২৪পরঃ(দঃ)/১৩.০৭.১৫

রথ দেখা, কলা বেচা এবং...

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৪ পেরিয়ে ৭৫এ পা দিয়ে পুরনো স্মৃতি সব খুব উথলে উঠছে। তাই হঠাৎই খেয়াল হল আবার শুভ রথযাত্রা আসছে আর তক্ষুনি মন চলে গেলো ছেলেবেলার আঙিনায়। আমার তখন ১০ বছর বয়স। রথের দিনে সকালে বাবা একটা ছোট্ট কাঠের রথ কিনে দিয়েছেন। বিকালে সেটাই দড়ি বেঁধে বাড়ির সামনের প্রশস্ত রকে টানছি। তবে রথটার চাকা দুটো ছিল নড়বড়ে এক সময় চাকা দুটো খুলে গিয়ে রথ কাৎ হয়ে গেল। আর চাকা দুটো আপন গতিতে দুদিকে দৌড়ে গেল। তবে এর জন্য কাঁদবার অবসর পাইনি কারণ বৌমা (আমার সৎমা, যিনি আমার প্রয়াতা নিজের মায়ের থেকে আমাকে কম ভালবাসতেন না) ততক্ষণে হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন গরম গরম পাঁপড়ে ভাজা ভর্তি ডিশ...

পাঁপড় ভাজা ভক্ষণ শেষ করে বাড়ির বাইরের রকে এসে দাঁড়ালাম, উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকলাম কখন আমাদের গলিতে ভবানীপুরের 'আদি গঙ্গা আর্য সমাজ'এর সেই বিরাট রথটি আসে। হ্যাঁ একসময়ে রথটি আমাদের গলিতে প্রবেশ করল। সে রথের বিরাট লম্বা দড়ি—দড়ি টানছেন অন্তত পক্ষে ১৫০

জন, কাঁসর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে আরও একদল লোক আগে আগে চলেছেন। রথে বসে আছেন প্রধান পুরোহিত, জগন্নাথের মূর্তির সামনে। পুরোহিতের দুপাশে রথের উপর দাঁড়িয়েই দুজন সেবাইয়ৎ তাঁকে বিরাট দুখানা তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছেন। পুরোহিত মশাইকে দেখে আমার বেশ মজা লাগল। খালি গা পুরোহিত মশাইয়ের তেল চুকচুকে ভুঁড়ি, অর্ধ নির্মীলিত চোখ, মুখে মিটিমিটি হাসি, যেন তিনি এক স্বর্গের দেবতা (ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলছি আজ সন্দেহ হয়, পুরোহিত মশাইয়ের উপরোক্ত ভাবের কারণের পিছনে হয়ত কিছুটা 'কারণ' ছিল!) ওই রথের দড়ি ধরতেই পারতাম না, কারণ অত মানুষের দড়ি টানার মধ্যে ঢুকলে তাদের পদতলে পিষ্ট হতাম। তবে একটা কাজ করতাম, রথের পিছনে পিছনে একদল লোক আবার রাস্তায় বাতাসার হরির লুট দিত, সেই সব ধূলোমাখা বাতাসা অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে আমিও হুটোপাটি করে তুলে মুখে পুরতাম। (আজ মনে হয়, ওই যে ধূলোমাখা বাতাসা কপকপ করে মুখে পুরতাম, তাতে পুণ্য অর্জনই করতাম কারণ ওই পথ দিয়েই তো আমার ঠার্কুদা, আমার বাবা, আমার দাদা–দিদিরা, আমার 'বৌমা' কত হেঁটেছেন!)

ফাস্ট ফরোয়ার্ড : আমি তখন কলেজে পড়ি। বিদেশি রঙিন সিনেমা 'বেনহুর' দেখলাম। কি অসাধারণ বিদেশি (রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনি হতে পারে) শৌর্য্য–বীর্য্যের কাহিনি বিরাট বিরাট রথ, তেজি ঘোড়া আর বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে লিপ্ত, এক কথায় অতীব রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবাহ।

ফাস্ট ফরোয়ার্ড : আমার ছেলের বয়স ৫। তাকে মটোরাইজড রথ কিনে দিয়েছি। সে রথ আপনা–আপনি চলে; তবে তাতেও দড়ি বেঁধে, দড়ি ধরে, দড়ি টানার ভান করা হত... রথের মাথায় আলো আবার জ্বলত নিভতো—অবশ্যই রথের পিছনে লাগানো ব্যাটারির সাহায্যে। তবে একটাই মুশকিল হল ব্যাটারি আধঘন্টা পরেই নিঃশেষ। আবার নতুন ব্যাটারি লাগালাম, আবার আধ ঘন্টা পরে নিঃশেষ, এইবারে আমার পকেটও 'নিঃশেষ' ছেলে কান্না জুড়ল, সেই ঘ্যানঘ্যানানি কান্না আজও ভুলিনি... **সুপার সুপার ফাস্ট ফরোয়ার্ড :** ৭৪ বছর পার করে ৭৫ এ পা দিলাম। কাগজে পড়লাম ভোটের লড়াইয়ে একটি রাজনৈতিক দল 'জাদু রথ' বার করেছে। কাগজে ছবিও দেখলাম—জাদুকর মাথায় মুকুট পরে সুন্দর পোষাকে কৃষ্ণ সেজেছেন। তিনি রথে বসে জাদু দেখাতে দেখাতে যাবেন। অবশ্যই জাদুর মাধ্যমে দলের বক্তব্যই তুলে ধরবেন অলিতে গলিতে সব মানুষের সামনে। আমার আবার এই ধরনের প্রচার, সে 'জাদুরথ'ই হোক আর 'গণজাদু'ই হোক, না–পসন্দ। আমার কাছে জাদুকলা হল অতি উচ্চমার্গের কলা; যা মানুষের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলে। সুতরাং জাদুকলাকে রাজনীতির সঙ্কীর্ণ পরিসরে নামিয়ে এনে বিজ্ঞানভিত্তিক কলাকে অবমাননা করা হয় বলেই আমার মনে হয়।

উপরোক্ত কারণে রথের দিন মনটা যখন ভাল নেই তখনই মনে বেজে উঠল সেই চিরকালের গানের কলি 'রথের মেলা রথের মেলা বসেছে রথ তলায়' আর তখনই হৃদয়ে শুনলাম সেই শাশ্বত সঙ্গীত, 'আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে'...

আজও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে মাহেশের রথযাত্রা

মলয় সুর, শ্রীরামপুর

দেখতে দেখতে ৬১৯ বছরে পদার্পণ করেছে ঐতিহ্যশালী শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সময় যত গড়িয়েছে ততই এই রথের গৌরব ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে বিদেশের মানুষের কাছে। গ্রামবাংলার মানুষের কাছে এই রথের জনপ্রিয়তা আজও অদ্বিতীয়। পুরীর রথকে যদি আমরা সর্বত্তম বলি তাহলে মাহেশের রথ উৎসবকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা যাবে। আধুনিকতার দিক থেকে ইস্কনের রথ রাজ্যবাসীর মন কাড়লেও মাহেশের রথ কিন্তু ঐতিহ্যের সাক্ষী। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানী' চরিত্রটি মাহেশের রথ উৎসবকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। আজ থেকে ৬১৯ বছর আগে সাধক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে স্বভূমি শ্রীপাঠ মাহেশ থেকে বেরিয়ে পুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানেই নিজ হাতে মহাপ্রভুর ভোগ নিবেদন করতে গেলে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় পুরীর সেবাইতদের দ্বারা। অপমানিত, লাঞ্ছিত ধ্রুবানন্দ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে স্বপ্নাদেশ পান ফিরে আসেন মাহেশে। ঐশ্বরিক নির্দেশে নির্জন গঙ্গাতীরে নির্মাণ করেন কুটীর। সেখানেই শুরু করেন জগৎস্বামী জগন্নাথের আরাধনা। এরই মধ্যে একদিন রাতে ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মাহেশের গঙ্গার তীরে গিয়ে দেখেন বিশালাকার নিম কাঠ ভেসে আসছে। দুর্যোগ উপেক্ষা করে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে সেই কাঠ পাড়ে নিয়ে আসেন। সেই কাঠ দিয়েই তৈরি হয় জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রার বিগ্রহ।

তারপর থেকেই উৎকলমতে আরাধনা হয়ে থাকে মন্দিরে। পুরীতে ১৯ বছরের মাথায় ২০১৫

এবার ৬১৯ বছর

নব কলেবর উৎসবে বিগ্রহের পরিবর্তন করে নতুন বিগ্রহ তৈরি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মাহেশে বিগ্রহ পরিবর্তন হয় না। হয় নবযৌবন উৎসব। গত ২ জুন স্নানযাত্রার পর ৪ জুন মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ জুলাই নবযৌবন উৎসবের দিন মন্দিরের দরজা ফের খুলবে। আর ১৮ জুলাই ৬১৯ তম রথযাত্রায় রথের দড়িতে টান পড়বে। মাহেশের রথে পুরনো রথের খোল নলচে প্রায় পুরোটাই বদলে ফেলা হচ্ছে। ১৩০ বছর আগে শ্যামবাজারের বসু পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র বসু ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২৫ টনের চারতলা কাঠের রথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি রথের। কিন্তু এবছর ওড়িশার পুরীর নব কলেবরকে সামনে রেখে রথের সমস্ত কাঠ বদলে নতুন কাঠ দিয়ে রথের সংস্কার হচ্ছে। বদলে ফেলা হচ্ছে রথের দড়ি। নতুন দড়িতে এবার রথে টান দেবেন ভক্তরা। শুধু তাই নয় রথের মধ্যে জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রার জন্য নতুন করে তৈরি হয়েছে সিংহাসন। ১৬ জুলাই মন্দিরের দরজা খুলে যাবে ভক্তদের জন্য। আর সেই দিনই নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে জগন্নাথ– বলরাম ও সুভদ্রার।

এবারে ১৮ জুলাই এই রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায়। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর মাতৃ আদেশে নীলাচল যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ১২ জন ভক্ত। এঁদেরকে 'দ্বাদশ গোপাল' নামে অভিহিত করা হয়। দ্বাদশ গোপালকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভু হুগলির বৈদ্যবাদীতে এসে উপস্থিত হলেন। এবং স্নান সেরে শ্রীপাঠ মাহেশে এলেন জগন্নাথকে দর্শন করতে। মহাপ্রভু বৈদ্যবাটী যে ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরেছিলেন বর্তমানে তা নিমাই তীর্থের ঘাট নামে খ্যাত। এখানকার রথের উৎসব ভারত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। রথযাত্রা উপলক্ষে মাহেশে এখন উৎসবের মেজাজ।

নবযৌবনের দূত রথযাত্রার বিবর্তন

হীরেন্দ্র মল্লিক

''জয় জয় শ্রী জগন্নাথ জয় নাথ জনার্দন
জগতিকর্তা জগতিভর্তা জগৎ জনজীবন।''

এই জগন্নাথ বন্দনার প্রথম পংক্তিটি উল্লেখ করিলাম। এর রচয়িতা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর। এই স্তোত্রটি প্রত্যহ সন্ধ্যায় মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁরই সম্মুখে গীত হয়। এই ছিল রাজেন্দ্রের সুপ্ত বাসনা, নিত্য তাঁর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যম। এই প্রথা আজও বিদ্যমান। সুশিক্ষায় শিক্ষিত, বহু ভাষাবিদ্, শিল্প–সংস্কৃতি–সচেতন সমাজ–সংস্কারক মানব–

দরদী এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত ছিল সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস। জগন্নাথকে আসীন করেছিলেন তাঁর কুলদেবতার আসনে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করেছিলেন কুলদেবতা জগন্নাথদেবের নামে। রাজেন্দ্রের পিতা ছিলেন নীলমণি মল্লিক ও মাতা হীরামণি দাসী। পিতা ছিলেন প্রকৃত অর্থে দুঃস্থ দারিদ্রের ত্রাতা। মাতা কোমল হৃদয়ের ভক্তিমতি শান্তির প্রতিমা। এই দুয়ের সান্নিধ্যে ও পাঁচশত বছরের পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর জীবনকে করেছিল নিয়ন্ত্রিত। পিতৃদেব নীলমণি মাতুলালয় হইতে জগন্নাথবিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং চোরবাগানের মন্দিরে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে শুরু জগদীশ্বর জগন্নাথের পূজার্চনা। হীরামণি দাসীর তত্ত্বাবধানে বৈষ্ণবের সমস্ত আচার পদ্ধতি অনুসারে এই পূজার সূচনা হয়েছিল। এই পূজার সম্পূর্ণতা আনেন রূপকার রাজেন্দ্র। বাল্যভোগ, জলপানিভোগ, অন্নভোগ, বৈকালিভোগ, শয়নভোগ আর মঙ্গলারতি, জলপানি ভোগারতি, অন্নভোগারাতি, সন্ধ্যারতি ও শয়ন আরতির এই বিরাট আয়োজনের সুষ্ঠ বন্দোবস্ত যেভাবে রাজেন্দ্র করে গিয়েছেন প্রায় দুটো বছর আগে, তারই প্রবর্তিত সেই প্রথা বর্তমান প্রজন্মের প্রত্যেকেই নিষ্ঠর সাথে তা পালন করেছেন। যে পূজারী, তৌলে, ভান্ডারী, ভারী, বাদক, মালাকার, কীর্তনীয়া ও দ্বারী আজ এই সেবার দায়িত্বে আছেন তাদের প্রপিতামহেরা এই একই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। জগন্নাথের এই সেবা, নিত্যপূজা, অঙ্গরাগ, আরতি ও ভোগনিবেদন কেবল কোনও প্রথা বা পন্থার নিয়মাবলীকে পালন করে চলেছেন। মা, কাকী, জ্যাঠাইমারা প্রতিদিন শুদ্ধাচারে এই নিত্য সেবায় যা প্রয়োজন তার সামগ্রিক আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেন না।

এই বৎসর নবকলেবরের বিরাট আয়োজন চলেছে পুরীতে। মলমাসের হেতু দীর্ঘায়িত হয়েছে স্নানযাত্রা থেকে নবযৌবনের দিনটি। অঙ্গরাগের কারণ মহাপ্রভু জগন্নাথ তাঁর শয়নকক্ষে বিরাজ করছেন। স্নানযাত্রার দিন স্নানের পর থেকে মহাপ্রভুর অঙ্গের তাপ বৃদ্ধি হতে থাকে এবং পঞ্চমদিনে তার কিছুটা উপশম হয় আদা, ছোলা, মিছরি, ৪ রকম পাতা ও পিপলি এই পঞ্চদ্রব্য ভোগ নিবেদনের মাধ্যমে। ষষ্ঠদিনে পলতাপাতার বড়া ভোগ নিবেদনের পর তাঁর অঙ্গরাগের সূচনা হয়। তাঁর শ্রীমুখের স্বাদ পরিবর্তনের হেতু এই ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর শুরু হয় তাঁর স্বর্ণ অঙ্গে নবরাগের অলংকরণ। অঙ্গরাগের পরিদর্শন ও সুষ্ঠ ব্যবহারের রীতিনীতি ও পদ্ধতির উপর নজর রাখেন এই প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা যারা বংশপরম্পরায় ধরে এই কার্যে নিত্য নিয়োজিত আছেন। এখন শুধু অপেক্ষা নেই নবযৌবন দিনটির জন্য। যেদিন পূজিত হবে মহাপ্রভু জগন্নাথ নবরাগে সজ্জিত হয়ে। হোম–যজ্ঞ–আহুতির মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হবেন তিনি। নববেশে নব অলংকারে নবপুষ্পের মালায় আবার তাঁর প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করব খড়ের দড়ি স্পর্শ করে তাঁর উদ্দেশ্যে স্বর্ণমুদ্রা নিবেদনের আচরণের পর। এই নিয়ম এই প্রথা আজও আমরা পালন করি প্রত্যেকেই এই পরিবারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সম্মান জানানোর মহই উদ্দেশ্যে। জয় জগন্নাথ। জয়স্তু জগন্নাথ।

আমরা শান্তিতে আছি এই কথা ভেবে যে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক প্রবর্তিত সমস্ত আচার আচরণ নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রেখে চলেছি তাঁরই কৃপায় ও আশীর্বাদে।

শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় গুরুসদয় রোডে অবস্থিত ইস্কন দফতরের সামনে দন্ডায়মান জগন্নাথ–সুভদ্রা–বলরামের রথ। আজ ১৮ জুলাই এই রথের রশিতে টান পড়তে চলেছে। এবার একই দিনে ঈদ পড়ায় রথযাত্রার রুটে ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়েছে। ইস্কনের মিন্টোপার্ক সন্নিহিত অ্যালবার্ট রোডের দফতরের সামনে এই রথ পথচলা শুরু করবে। উল্লেখযোগ্যভাবে অন্যান্য বারের মতো এবারেও রথযাত্রার উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা। গত বুধবার ইস্কন দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন সংগঠনের প্রচার সচিব রাধারমন দাস। বরাবরের মতো এবার এই রথ 'মাসির বাড়ি' অর্থাৎ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সজ্জিত থাকবে ১৮ থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত। অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলা।

–ছবি : উৎপল কুমার রায়

গ্রামের ঐতিহ্য তুলে ধরতে আগ্রহী মীনাক্ষীরা

দীপককুমার বড় পণ্ডা

শুধু ঐতিহ্য বা অতীত নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চালুয়াড়ির বর্তমানটাও বেশ উজ্জ্বল। অন্য অনেক গ্রামের মতন এ গ্রামে অভাবটা খুব তীব্র নয়। চালুয়াড়ির এই অর্থনীতি বদলেছে এখানকার ডটপেনের রিফিল এবং মোজা তৈরির জন্য। অনেক মানুষ এই কারখানাগুলিতে কাজ করেন। এর ফলে মানুষের হাতে টাকা আসছে। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাপরিষদের প্রাক্তন সহ সভাধিপতি মানবেন্দ্রনাথ মন্ডল বলছিলেন, 'দশ–পনেরো বছর আগে কিন্তু গ্রামের মানুষের হাতে এই টাকাটা ছিল না। তখন বেশ অভাব ছিল। এখন প্রত্যেকে কাজ চাইলে, কাজ পাচ্ছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে ডট পেনের রিফিল কিংবা মোজা কারখানার জন্য।' শুধুতো টাকা আসছে না, মহিলাদের ক্ষমতাও বাড়ছে। কিভাবে বাড়ছে ক্ষমতা? মোজা কারখানায় মোজা ইস্ত্রি করতে করতে বছর পঞ্চাশের রাধা গায়েন বলছিলেন, 'ফাঁকে বার হয়ে এখন চালাক–চতুর হইচি।' বাড়ির বাইরে বেরিয়ে অনেক কিছু জানতে পারছেন এঁরা। আর সেই সুযোগটা এনে দিয়েছে এখনকার নানারকম কাজের সুযোগ।

এই গ্রামের মানুষদের ক্ষমতা আগেও ছিল। কারণ চালুয়াড়ি বিখ্যাত কৃতী মানুষদের জন্মস্থান হিসেবে। এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কাশীনাথ দাস এবং প্রবোধচন্দ্র পাড়িয়াল। কাশীনাথ গ্রামের প্রথম ম্যাট্রিক এবং প্রথম স্নাতক। পৌন্ড ক্ষত্রিয় সমাজের উন্নয়নের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করে চলেছেন প্রভাস মন্ডল। নিজের জাতির এবং গ্রামের অতীত গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য অনেক লেখালেখিও করেছেন। আর চালুয়াড়ি গ্রামেরই দিলীপ মন্ডল বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিধায়ক।

শুধু মানুষ নয়, চালুয়াড়ির প্রতিষ্ঠানও নজরকাড়া। যেমন গোবিন্দ আশ্রম – বাংলা ১৩৩৫ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আসলে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মগোপনের ডেরা। একটি বিদ্যালয়ও ওখানে চলত। আর আশ্রম বলতে রাধাগোবিন্দের পাথরের মূর্তি আছে। মূর্তির সামনে প্রায় প্রতিদিন নাম–গান হয়। এই গ্রামের আইনজীবী প্রভাসচন্দ্র মন্ডল তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'গোবিন্দ আশ্রমে যে দুর্গা পুজো হতো – পুজোর সময়ে অর্থ ও চাউল সংগ্রহের জন্য দল বের হত। অনেকটা এখনকার রাজনৈতিক দলগুলোর গণ–সংগ্রহের মতো। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গান করে টাকা চাউল ইত্যাদি তুলতেন। এতে আশ্রমের প্রচার এবং পূজার জন্য গণ–সংগ্রহ হতো। আমার অনুমান এবং বোধহয় সঠিক অনুমান যে সেইসময় আশ্রমের পক্ষ হতে এই দুর্গা পূজার উদ্যোক্তারা বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ এবং কমলাকান্তের দপ্তর থেকে উৎসাহ এবং প্রেরণা পেয়েছিলেন। পূজার সময় মাঝে মাঝে পূজার উপর তাত্ত্বিক আলোচনা হতো – এরই ভেতর থেকে দেশ–মাতৃকার অবস্থা এবং মুক্তির কথা আসতো।' (আমার গ্রাম চালুয়াড়ী – চেতন কেন্দ্র–গোবিন্দ আশ্রম– অতীত ও বর্তমান)

গোবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠার বছরেই জন্ম এই প্রভাস বাবুর (১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাসে জন্ম)। তিনি বলছিলেন, '১৯৩০ সালে ২৪ এপ্রিল এই জেলার নিলা গ্রামের গরিব কৃষকের ছেলে আশুতোষ দলুই শহিদ হলেন। তাঁর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে বুড়ুল, নিলা প্রভৃতি গ্রামের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে গোবিন্দ আশ্রমের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটে – সেখান থেকে দু–একজন বিপ্লবী গোবিন্দ আশ্রমে এসে শিক্ষকের ছদ্মবেশে থাকতে শুরু করেছিলেন। বাইরের কেউ বুঝতে পারতনা।' বৃদ্ধ প্রভাস বাবু এবার চেয়ারে হেলান দেন। মুখে চোখে তাঁর গৌরব। আবার বলতে শুরু করেন, 'চালুয়াড়ির মতন কৃষিভিত্তিক গ্রামে এইধরনের একটা ছোট আশ্রমের ভূমিকা সেই যুগে অনেক ছিল। সেইসময় গোবিন্দ আশ্রম দেশাত্মবোধের উদ্বোধনের কেন্দ্র ছিল – পরবর্তীকালে দেশাত্মবোধের এই ধারাটি চালুয়াড়িকে নানাভাবে এগিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতার পরে এখানে গণউদ্যোগে যে রাস্তা সংস্কার হয়েছে, খাল সংস্কার হয়েছে, স্কুল হয়েছে, পোষ্ট অফিস হয়েছে তার পেছনে এই আশ্রম সৃষ্ট প্রগতির ধারাকে ইতিহাসগতভাবে স্বীকার করতেই হয়।'

প্রভাস বাবুর কথাই ঠিক। চালুয়াড়ির উন্নতির পেছনে গোবিন্দ আশ্রমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশাত্মবোধ কিংবা রাজনৈতিক সচেতনতা ছাড়াতো সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যা ছিল চালুয়াড়ির মানুষদের। বর্তমানে এখানে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র চালু আছে। একসময় এখানে একটি পাঠাগার তৈরি হয়েছিল। সেটি এখন নেই।

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চালুয়াড়ি হাইস্কুল। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামী কাশীনাথ দাস–এর যোগাযোগে, ধর্মদাস ঘোষ–এর জায়গায়, জিতেন্দ্রনাথ নাটুয়ার আর্থিক সহযোগিতায় গড়ে ওঠে এই বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, 'স্বাধীনোত্তর যুগে এই চালুয়াড়ি গ্রামের অনেক দেশপ্রেমী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি স্বাধীনতালাভের পর তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে তা ভাবতে পারেননি। তাঁরা এই গ্রামে শিক্ষার প্রসারের দিকে লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তাঁরা এই গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা করলেন। স্থাপিত হলো আমাদের এই প্রতিষ্ঠান। এখানে উল্লেখ করার মত দিকটা হলো এই গ্রামে ইতিপূর্বে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' (মুরারীমোহন হাতী, স্মরণীয় স্মরণে, সুবর্ণ স্মরণিকা, প্রকাশনায় চালুয়াড়ি হাই স্কুল, ২০০৪) চালুয়াড়িতে এছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি আই সি ডি এস কেন্দ্র, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি পোষ্ট অফিস।

তবে, পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা আছে। সেই সমস্যার বাইরেও কিছু সমস্যার কথা বলেছিলেন এখানকার দীপ্তেশ মন্ডল। দীপ্তেশ কেন্দ্রীয় সরকারের বড় চাকুরে। গ্রাম থেকে বহু দূরে চাকরিস্থলে থেকেও ভোলেননিগ্রামীণজীবনটা।ভোলেননি গ্রামের প্রতি কর্তব্যবোধের কথা। দীপ্তেশের প্রধান অভিযোগ 'গ্রামের সেন্টিমেন্টটা হারিয়ে যাচ্ছে। যে সেন্টিমেন্টটার জোরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম, সেটাই যেন কোথাও থমকে যাচ্ছে। এতবড় ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামের ইতিহাসটাই সেইভাবে লেখা হয়নি, যেখানে থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষরা উজ্জীবিত হবেন।' সত্যিই তাই, গ্রামের সেন্টিমন্টটা কোথাও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতি অনেক কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে। অবশ্য তার উত্তরণের পথ সময় থাকতেই খোঁজা শুরু করেছেন দীপ্তেশরা।

চালুয়াড়ির এতকিছু দেখতে আসিনি, এসেছিলাম অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠান দেখতে। সেদিন ছিল অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠান। দক্ষিণবঙ্গে অলক্ষ্মী বিদায়ের অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রভাব। রীতিমতো উৎসব হয় এদিন। এই জেলারই বিভিন্ন দিন এই প্রথা মানার রেওয়াজ। যেমন মহেশতলা এলাকায় কালী পূজার অমাবস্যার পরে শুক্লা প্রতিপদে অলক্ষ্মী বিদায় হয়। আর চালুয়াড়িতে হয় অমাবস্যার সন্ধে বেলায়। বাঁশের খোলে খই ছড়া, নালতে পাতা (তিতো পাটের শুকনো পাতা), গোবরের প্রদীপ, গোবরের পুতুল, মাটির পুতুল, মাটির প্রদীপ জ্বালানো হয়। সন্ধের সময় একজন ঠাকুর নেন, আর একজন কুলো বাজাতে বাজাতে বাস্তুর বাইরে যান। উপাচারগুলো বাইরে বসিয়ে বলা হয়,

'অলক্ষ্মী বাইরে যা, মা লক্ষ্মী ঘরে এসো।'

কোথাও বলা হয়–

'ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক
অলক্ষ্মী বনে থাক।'

এরপর ঘরে ফিরে লক্ষ্মীর পুজো হয়। পুরো উপাচার সহ গোবরের বা চালের গুঁড়োর পুতুল হলুদ কাপড় ঢাকা দিয়ে বাইরে রেখে আসা হয়। হয়তো এইভাবেই চালুয়াড়ির অলক্ষ্মী অর্থাৎ কুসংস্কার বিদায় হবে, ঘরের লক্ষ্মী অর্থাৎ এই গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি, শিক্ষা আরো দৃঢ় হবে।

গ্রামের অন্ধকার দূর করতে এবং গ্রামের ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য যুব সম্প্রদায়কে একত্রিত করার চেষ্টা করছেন এখানকার মীনাক্ষী মন্ডল, দীপ্তেশ মন্ডলরা। মীনাক্ষী দেবী স্কুল–শিক্ষিকা, দক্ষিণ জেলাপরিষদের সদস্য।তিনি জেলাপরিষদের স্থায়ীসমিতির সদস্য। তিনি বিশ্বাস করেন, গ্রামের বা এলাকার উন্নয়নের জন্য বড় একটা সদিচ্ছা দরকার। সেই সদিচ্ছার জোরে কম টাকায়ও অনেক ভালো কাজ করা যায়। তাঁর অনেক আগ্রহ, উৎসাহ। মীনাক্ষী দেবীরা বুঝেছেন, শুধু পরিকাঠামোর উন্নয়ন নয়, গ্রামীণ মানসিকতারও উন্নয়ন দরকার। গ্রামের বয়স্করাও এই উদ্যোগে সামিল হতে চান। এঁরা নবীন–প্রবীণে মিলে গ্রামটাকে আরো সুন্দর করতে চান। এরজন্য হয়তো তাঁরা ইতিহাস–সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রও খোলার কথা ভাবছেন। দেখা যাক, চালুয়াড়িই ইতিহাস–সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অন্য গ্রামকে পথ দেখাতে পারে কিনা। ফেরার সময় সন্ধে বেলায় ফাঁকা মাঠের ভেতর হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে। ভাবি, এই হাওয়া যেন চালুয়াড়ির দূষিত সবকিছু দূর করে দেয়। গ্রামের নবীন প্রজন্ম যেন প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারে।

যাওয়া আসার পথে পথে

মাঙ্গলিকী

ক্যানিং–এ দক্ষিনের সাঁকোর শুভ উদ্বোধন

ছবি যতীন্দ্রনাথ সরকারের সৌজন্যে

ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'দক্ষিনের সাঁকোর' পক্ষ থেকে গত ৫ই জুলাই ২০১৫, রবিবার কলকাতা থেকে ৬০ কিমি দূরে দ: চব্বিশ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিংয়ে বন্ধুমহল ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল প্রয়াত কমরেড অশোক চৌধুরীর স্মৃতি সন্ধা।

মাননীয় অতিথিবৃন্দ যথা গোসাবার প্রাক্তন বিধায়ক চিত্তরঞ্জন মন্ডল, রাধানগর স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, কবিও ও সাহিত্যিক বিশ্বজিৎ মিত্র, 'বদ্বীপ বার্তা'–র সম্পাদক সাহজাহান সিরাজ ও বাঘাযতীন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ প্রধান শিক্ষিকা ও প্রয়াত অশোক চৌধুরীর স্ত্রী নিভা মজুমদার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ও প্রয়াত অশোক চৌধুরীর ছবিতে একে একে ফুল ও মাল্যদান করা হয়। এরপর তাঁর স্মরণে এক মিনিটে নীরবতা পালন করা হয়।

সৃজনী মন্ডলের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ ঘটে। এরপর অতিথিরা প্রয়াত অশোক চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'একটি বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য শেষ হলে লহমা কর ও ঈশাণী রায় কবিতা পাঠ করেন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করলেন শিক্ষক সন্দীপ রায়। অবশেষে 'দক্ষিনের সাঁকোর' সম্পাদক স্বপন মন্ডল ও সহ সম্পাদক সমীরণ মন্ডল জুলাই মাসে সপ্তম সংখ্যা যা অশোক চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত, তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ সনৎ কুমার মন্ডল সন্ধ্যার শেষ বক্তব্য পেশ করেন। গোটা অনুষ্ঠানকে দক্ষতার ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন স্বপন মন্ডল।

পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের সমৃদ্ধ বিকাল–সন্ধ্যা

২৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে জমে উঠল পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের বিকাল সন্ধ্যা। যথারীতি আসর বসেছিল পি–৭৮ লেক রোডে সংস্কৃতি–সমৃদ্ধ ভবনে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলার সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট নাম, ডঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর উষ্ণ স্বাগত ভাষণে সকলকে আপন করে নিলেন। প্রত্যেকের হাতে দেওয়া হল গোলাপ, উপস্থিত সুধীজন হলেন আপ্লুত। মূল অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে হারমোনিয়ামের স্কেল ঠিক করতে করতে কয়েক কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন সঞ্চালক তথা ডঃ মুখোপাধ্যায়—যাঁরা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিলেন, তাঁরা সঙ্গীত শিল্পী সঞ্চালকের কাছ থেকে এটি পেলেন বাড়তি উপহার।

তরুণ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীদীপ মন্ডলের রাগ মিশ্রিত অনবদ্য নজরুল গীতি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে আসরকে বিশেষ মাত্রায় বেঁধে দিল। পরে শোনালেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অতি রোমান্টিক গান, 'কনকচাঁপা...'। 'বাসবদত্তা'–র উজ্জ্বল আবৃত্তি এরপর শোনা গেলো অর্পিতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে। সুরেশচন্দ্র মন্ডলের 'বনলতা সেন'–এর আবৃত্তিও ছিল যথাযথ। আরও শুনিয়েছেন স্বরচিত কবিতা। বাদল দাসের স্বরচিত কবিতা 'সরে যাও' ভাল লাগল। ডঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের ভিতরে সমন্বয় ঘটেছে বিজ্ঞান ও কলার। তার সুন্দর নিদর্শন রাখলেন তাঁর 'পান্থ' কবিতার পাঠে। পরে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শোনালেন হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত, ''কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও''।

আবার উদ্ভিদের কথাই শোনা গেলো ডালিয়া হোম চৌধুরীর কণ্ঠে চন্দননাথের কবিতার আবৃত্তিতে। শুভ্রা ব্যানার্জীর সুদীর্ঘ কবিতা 'যদি নারী না হয়ে হতাম নদী' ভালই; তবে এই ধরনের সুদীর্ঘ কবিতা পড়তে বেশি ভাল লাগে। আসরে শুনতে গিয়ে অনেকেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ডঃ চন্দ্রা মজুমদার কবি কামিনী রায়ের উপরে অতি তথ্যপূর্ণ, গবেষণাধর্মী, রস সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন। যা আসরকে বিশেষ ঔজ্জ্বল্য দিল। এই প্রসঙ্গে হারিয়ে যাওয়া আরও কিছু বাঙালি লেখিকার কথা বললেন। পরে শোনালেন মনোগ্রাহী স্বরচিত কবিতা। এদিন গার্গী মুখার্জিও এক দীর্ঘ কবিতা শোনালেন—আসরে উপস্থিত অনেকেই হলেন অন্যমনস্ক। সুনন্দা দাশ কবিতা শুনিয়েছেন। ১৯শে মে নিয়ে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন পীযূষকান্তি সেনগুপ্ত, যা মাঝে মাঝে গানের কলিতে ছিল উজ্জ্বল। হৃদয়স্পর্শী কবিতা, 'এই জন্মে' শুনিয়েছেন বিশ্বনাথ পাল। দীপা বসু, জয় ভট্টাচার্যের কবিতাও ভাল লাগল। আরও কবিতা শুনিয়েছেন সুজিত দেবনাথ, মিনতি মিত্র, সমর শংকর চট্টোপাধ্যায়, রতন ঘোষ প্রমুখ। কল্পনা সেনগুপ্তর পরিবেশিত স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান সকলের মন ছুঁল।

এদিন আসরের মধ্যমণি ঋষিণ মিত্র তেজদীপ্ত কণ্ঠে শোনালেন তাঁর অনবদ্য লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গানটি। যা বারবার শোনা যায়। কে বলবে উনি ৮০র কোটায় মাঝামাঝি পৌঁছে গিয়েছেন? ওনার জীবনভর বিপ্লবী সাংস্কৃতিক কাজের কথা সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে বললেন কবি, বাচিক শিল্পী পীযূষকান্তি সেনগুপ্ত। ঋষিণ মিত্রর হাতে মেমেন্টো হিসাবে মহার্ঘ্য পোর্সেলিন পাত্র তুলে দিলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক, সঞ্চালক ডঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায়। ঋষিণ মিত্র আগে ঝামাপুকুরে থাকতেন। ওখানে বাণিজ্যিক জাদু প্রদর্শনী দিতে গিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীমিত্রর জনপ্রিয়তার কথা উপলব্ধি করেছিলেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সে কথাই এদিন আসরে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে জানালেন। পরে 'জাদুকর' জাদুও দেখালেন—আবার পাঠ করলেন একটি অসাধারণ কবিতা, 'কে শক্তি নাকি', কবির নাম বিশ্ববন্দিত জাদুকর ডঃ পিসি সরকার জুনিয়র, এমএসসি, পিএইচডি।...

আসরে অবশ্যই চা সহ জলযোগের ব্যবস্থা ছিল তবে সবাই ঘরে ফিরলেন ডঃ সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশিত 'ওপারে মুখর হল কেকা' গানের সুরের ঝংকারে তৃপ্ত হয়ে, যে 'তৃপ্তি ' সকলের মনে থেকে যাবে অনেক অনেক দিন...

কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নীচে নিজেদের মাঠে চলেছে দামালদের ফুটবল প্রতিযোগিতা—দর্শকদের উল্লাস আর খেলার ধারাবিবরণী শোনা যায় মাইকে বহুদূর হতে। আবার একই সময়ে উপরের সুসজ্জিত সভা ঘরে চলেছে সংগঠনের সমৃদ্ধ মাসিক সাহিত্যসভা এ হল বিবিধ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়াস— অভিনন্দন কেন্দুয়া শান্তি সংঘের সকল সদস্যবৃন্দকে (ফুটবল সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ? হ্যাঁ তাই, যদি স্বামীজির কথা স্মরণ করেন, তবে তাই—তিনি বলেছিলেন 'বসে বসে ধ্যান না করে ফুটবল খেলগে যা। আবার সেই মানুষই লিখে গিয়েছেন 'কর্ম যোগ', 'ধ্যান যোগ' নিয়ে বিবিধ গ্রন্থ। হাজারো কাজের মধ্যেও ধর্ম, জাতি থেকে কখনও তিনি নিজেকে বিযুক্ত করেননি। তাই বলি, ফুটবল খেলা অথবা সাহিত্য সভা, সবই হল সুস্থ সমাগ গড়ে তোলার প্রয়াস)।

৫ইজুলাই কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাসিক সাহিত্য সভায় ৩০ জন কবি, লেখক অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকবৃন্দ সহ শিক্ষা জগতেরও সুধীজন। আসরকে উজ্জ্বল করলেন সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি, শান্তি সংঘেরই সভাপতি। শ্রদ্ধেয় কবি আলোক মুখার্জি তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক কবি নিতাই মৃধা তাঁর দক্ষ সঞ্চালনার মাধ্যমে সময়কে বেঁধে রাখলেন উচ্চ মাত্রায়।

তাঁর স্বাগত ভাষণ ছিল প্রকৃতই আন্তরিক আপ্যায়ন আসরে উপস্থিত সকলকে। তারপরেই শুরু হয়ে গেল সাহিত্যপাঠ। এদিন যেসব কবির কবিতা এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল তারা হলেন জয়ন্ত দত্ত ('জীবনসঙ্গী' রোমান্টিক হৃদয় ছোঁয়া কবিতা) তরুণ কবি স্বরূপ চক্রবর্তী (বৃষ্টি আগামী দিনে এই কবির নাম আরও শোনা যাবে বলে এই প্রতিবেদকের ধারণা) মহিষাদল কলেজের অধ্যাপিকা উমা সেনাপতি ('প্রার্থনা' অতি মননশীল রচনা), সুকমল ঘোষ ('রূপকথা' সুপরিচিত কবির মননশীল রচনা), যুবা প্রতিভা কবি মধুসূদন কর (আত্মহনন' পরিবেশ নিয়ে হৃদয় ছোঁয়া কবিতা—তাই সুদীর্ঘ রচনা হলেও সকলের মন ছুঁল), সুপ্রতিষ্ঠিত কবি শঙ্কর ব্রহ্ম ('শৈশব' মননশীল রচনা) সঞ্চালক সুপরিচিত কবি নিতাই মৃধা 'নতুন ছবি' কবিতাটি সুপরিচিত কবি নিজের কবি পরিচয়কে যথাযথ ধরে রেখেছেন) শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি আলো মুখার্জী ('পালা বদলের পালা'/'বিশ্বাস' অনবদ্য মননশীল কবিতার শব্দ চয়নে, বিন্যাসে উজ্জ্বল রচনা) এছাড়া সুখ্যাচ বাচিক শিল্পী প্রদীপ দাশগুপ্তের নিবেদন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতার অসাধারণ পেশাদারি নিবেদন সভাকে বিশেষ উজ্জ্বল করল। '১লা বৈশাখ/১লা জানুয়ারি' শ্রুতি নাটক পরিবেশন করলেন দেবাশিস চক্রবর্তীও সুমিতা চক্রবর্তী। কিছু গল্প পাঠও ছিল এদিন। সঞ্চালক সকলের সুচারু পরিচয়ও দিলেন। ছিল মাসকের ব্যবস্থা। আসর চলাকালীন ছিল চা–জলযোগের ব্যবস্থা—সমৃদ্ধ সাহিত্য বাসর ছিল সকলের হৃদয়ের উষ্ণতায় পূর্ণ শান্তি সংঘের সাহিত্যসভা, বিভিন্ন খেলাধূলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বার্ষিক বই মেলা সব কিছু সুস্থ প্রয়াসের জন্যে রইল ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, আলিপুর বার্তার হার্দিক শুভেচ্ছা..। **ঘোষণা :** সভাপতি শ্রদ্ধেয় আলোক মুখার্জী জানালেন, আগামী ১৯শে জুলাই শান্তি সংঘের বিশেষ সভা বসবে আগামী বই মেলা নিয়ে কমিটি পড়ার জন্যে। আসবে উপস্থিত সকলকে তিনি ওই সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

যুগ সাগ্নিকের আগামী অনুষ্ঠান

আগামী ৭ আগস্ট সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগসাগ্নিকের শ্রাবণ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকাল ৫টায়। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, হাসমত জালাল। সঙ্গে মঞ্চে থাকবেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি কবি বাবলু ভট্টাচার্য। সঞ্চালনায় থাকবেন পত্রিকার সম্পাদক কবি প্রদীপ গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে বহু কবি লেখক বিবিধ পাঠে অংশগ্রহণ করবেন। বাংলাদেশেরও দেশ কিছু কবি, লেখক, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এই সঙ্গে থাকবে জাদু জগতে নতুন আগত খুদে জাদুকর ব্রতর কিছু জাদু।

যোগাযোগ : প্রদীপ গুপ্ত ৯০৮৮৩৮৪৯৬

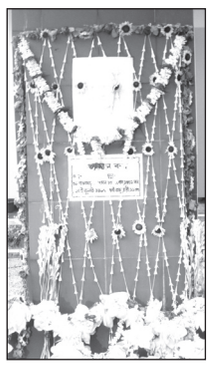

মহান বিপ্লবী এবং সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সীর ১১৬ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর স্মৃতিসৌধের সামনে কিছু সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় স্মরণ অনুষ্ঠান উজ্জাপিত হল।

কবিতার মজলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলের রিক্রিয়েশন ক্লাবে হিন্দি সাহিত্য শলভ–এর উদ্যোগে বাংলা, হিন্দি, উর্দু কবিতার আসর অনুষ্ঠিত

হলো। ৫ জুলাই (রবিবার) বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় শুরুতে 'রবিতীর্থ' গ্রুপের প্রধান শিল্পী মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বেশ কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়। সমবেতভাবে অন্যান্য শিল্পীরা সুর মেলালেন। যা দর্শকরা উপভোগ করেন। এরপর শিখা পাল তার অসাধারণ স্বরচিত কবিতা 'বাদ্ধর্ক্যে বেড সাইট' শোনান। শিখাদেবীর কবিতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ইতিমধ্যে তিনি অসংখ্য কবিতা লিখে ফেলেছেন। প্রত্যেকটি কবিতা খুবই উপভোগ্য। বিভিন্ন কবিতা একত্রিত করে খুব শীঘ্রই তাঁর বই প্রকাশিত করার ইচ্ছে রয়েছে। সেই স্বপ্নকে সত্যি করার প্রয়াস চলছে। সংস্থার প্রধান হিন্দি প্রভাত খবর পত্রিকার সাংবাদিক মুরলী চৌধুরী 'কলকাতার টানে' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। যা সবার প্রশংসা পায়। পরবর্তী পর্যায়ে ছিল গজল কবিতা পাঠ করেন রবি প্রতাপ সিং। উর্দু কবিতা মহম্মদ জাবিদ। এছাড়া কবিতা পাঠ করেন পরমানন্দ সিং। অশোক ভার্মা (সাংবাদিক) কালীপ্রসাদ জয়সাওয়াল, প্রেম কেশরী, ভাগীরথী কুর্মী, এদিন অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাঙ্গাস জুট মিলের ম্যানেজার শম্ভুনাথ পাল, মিলের পার্সোনাল ম্যানেজার কেপিশ্রী হিন্দি প্রভাত খবর পত্রিকার এডিটর তারকেশ্বর মিশ্র সহ বিশিষ্ট মানুষরা। এই কবিতা পাঠের আসর শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নেবে তাতে সন্দেহ নেই। অনুষ্ঠানটি সাবলীল ও সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন রামনাথ যাদব।

রাইমনি হালদার : থোপার কাঁকড়াশিকারি

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের ডায়েরি

কখনও বাঘ দেখেছেন ? অমি জি'াসা করলাম।

– হ্যাঁ। একবার দেখেছি। তবে, বাঘ আসার আগে বনবিবি আমাদের সতর্ক করে দেন। কাক এসে কা কা করে। বানর এসে গাছের ওপর লাফালফি করে। কিচির মিচির করে।

– বাঘ যদি আক্রমণ করে, কী করবেন ?

– রাখতে হলে মা বনবিবি, মা চন্ডী রাখবে। আর তা না হলে, কেউ রক্ষে করতে পারবে না। তাদের ভরসায় তো এই বুড়ো বয়সেও জঙ্গল করছি।

– সংসারে কে কে আছেন ? জানতে চাইলাম।

– আমার বর আছে। আছে ছয় ছেলে, চার মেয়ে। সবার বিয়ে হয়ে গেছে। সাতজন নাতি, চারজন নাতনি। জাহাজের মতো সংসার। রাইমনি হালদার। বয়স ৬৫ বছর। থাকেন পাইকপাড়ায়। কুলতলি থানায়। মাগড়ি নদীর বাঁধের ধারেই। এখনও থোপায় কাঁকড়া ধরতে যান। থোপা হল পাঁচ থকে ছয়ফুট লম্বা একটা বাঁশের কি'। তার এক প্রান্তে দশ–বার ফুট সরু নাইলনের দড়ি বাঁধা। দড়ির অন্য প্রান্তে কাঁকড়ার টোপ (কাঁচা অথবা শুকনো মাছের টুকরো) সঙ্গে ১০০ – ১৫০ গ্রাম ওজনের ইটের টুকরো বাঁধা।

রাইমনি এখন এগারটা থোপা পাতেন। একটানা ৪৫ বছরের বেশি কাঁকড়া ধরছেন। পাইকপাড়া থেকে ইনিবোট ৩৫ – ৪০ জন মহিলা কাঁকড়া শিকারিকে নিয়ে জঙ্গলে যায়। বোটের মাঝি পুরুষ। তিনিই বোটের মালিক। বোটের ভাড়া বাবদ বোটের মলিককে প্রতিদিন দু'শো করে টাকা দিতে হয়। যেদিন যতজন বোটে থাকেন, তাঁরাই ঐ টাকাটা নিজেদের মধ্যে থেকে তুলে বোটের মালিককে দিয়ে দেন। পনেরো বছর হল রাইমনি মেসিন বোটে করে থোপায় কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন। তার আগে পাড়ার কুশিলাল সামন্ত–র হাতে–বাওয়া নৌকতে যেতেন। ভাড়া বাবদ তিনটে করে কাঁকড়া বোটের মালিককে দিতে হত।

– কখন কাঁকড়া ধরতে বেরুতেন? আমি জানতে চাইলাম।

– খুব ভোরে। কখনও কখনও রাত থাকতে ঘাটে হাজির হতে হত।

– তখন ছেলেপুলুদের কে দেখতেন?

– ছেলেপুলেরা তখন খুব ছোটো, শাশুড়ির কাছে রেখে বেরুতাম।

থোপায় কাঁকড়া ধরা হত জঙ্গলে। দিনের বেলায়, জোয়ারে। চেষ্টা থাকত ঠিক সময়ে পৌঁছনোর, যাতে পুরো জোয়ারটা কাঁকড়া ধরা যায়। অর্থাৎ একটানা ছয় ঘন্টা।তবে আলো না ফুটলে জঙ্গলে নামা বারণ।

– কোনও কোনও জঙ্গলে পৌঁছতে মেসিন বোটে দু'তিন ঘন্টা সময় লাগে। কোথাও কোথাও আরও বেশি সময় লাগে। সময়টা নির্ভর করে জোয়ার–ভাটা ও দূরত্বের ওপর।

থোপার কাঁকড়া শিকারিরা দশ–পনেরো হাত ছাড় ছাড় এক একটা থোপা পোঁতেন, জঙ্গল সংলগ্ন চরে। থোপাগুলো যখন হাঁটুখানেক জলে ডুবে যায়, তখন থেকে কাঁকড়া ধরা শুরু হয়। যতক্ষণ কাঁকড়া ধরা চলে ততক্ষণ এক কোমর থেকে এক বুক জলে, একটা থোপা থেকে আর একটা থোপায়, দ্রুত যাতায়াত করতে হয়। ঝড়–জল–বৃষ্টি–বাদলে–বজ্রপাতে, জঙ্গলে বাঘ, কুমির, সাপের কাঁমড়কে অগ্রাহ্য করে বাঁচার তাগিদে সুন্দরবনের মহিলা কাঁকড়া– শিকারিরা লড়াই করে চলেছেন – দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তাঁদের এই সংগ্রামের কাহিনি আমাদের অজানা।

কাঁকরামারা পরিবারের মহিলাদের মধ্যে থোপায় কাঁকড়া ধরার রেওয়াজ সুন্দবনের বহু জায়গায় আছে। কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগ' প্রভ'তি থানার নানা গ্রামেই এটা দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও মহিলা উভয়ই থোপায় কাঁকড়া ধরলেও, মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এ ক্ষেত্রে মহিলারা থোপায় কঁকড়া ধরে প্রতিদিন বাড়ি ফেরার সুযোগ পান। ঘর–বার সামলে এসব মহিলারা সংসারে আর্থিক সহায়তা করছেন। জীবন বিপন্ন করে দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন। কিন্তু এঁদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি।

গুপ্তিপাড়ার রথের প্রধান আকর্ষণ ভান্ডার লুঠ

মলয় সুর, গুপ্তিপাড়া : গুপ্তিপাড়ার সুপ্রাচীন রথযাত্রার স্থান বাংলার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম রথযাত্রা মাহেশের পরেই। এটি জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার হলেও বৃন্দাবনচন্দ্র দেবের রথযাত্রা নামেই বেশি পরিচিত। এই রতযাত্রা উৎসব এবছর ২৭৬ বছরে পদার্পণ করল। এবারে গুপ্তিপাড়া বৃন্দাবনচন্দ্র জিউ মঠের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় রথযাত্রার শুভ সূচনা করবেন। এছাড়াও থাকবেন হুগলির পুলিশ সুপার সঞ্জয় বনশাল, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। হুগলির সাংসদ রত্না দে নাগ ও বিধায়ক অসীম মাঝি। দেড় কিমি এলাকা জুড়ে পথের দু'ধারে বসে জমজমাট মেলা। গুপ্তিপাড়া পর্যটন উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ জানালেন, গুপ্তিপাড়ার রথের প্রধান ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুর্ণযাত্রার আগের দিন গুন্ডিচা বাড়িতে 'ভান্ডার লুঠ' উৎসব। দেবতাদের ভোগ নিবেদন করে পুরোহিত যখন মন্দিরের 'ভান্ডার' বন্ধ করে বাইরে আসেন। সেই সময় বৃন্দাবনচন্দ্র জিউ তার প্রজাদের নিয়ে এসে মন্দিরের সব খাবার লুঠ করে নিয়ে যান। সেই উৎসর্গীকৃত ভোগের জন্য ভক্তরা দরজা ভেঙ্গে সেই 'ভান্ডার লুঠ' করেন। ভারতবর্ষের আর কোনও জায়গায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়না। তাই ভান্ডার লুঠ দেখতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। হুগলি বর্দ্ধমান ও পাশ্ববর্তী নদিয়া সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থী ও ভক্তরা গুপ্তিপাড়ায় আসেন। হুগলি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মেলা চত্বরে এবার প্রচুর সিসি টিভি লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব রেলওয়ে তরফে গুপ্তিপাড়া ও বেহুলা স্টেশনে আলো দিয়ে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলা কমিটিকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত দুই বছর আগে রাজ্য সরকার রথের সংস্কারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে রথ সারিয়ে দিয়েছে। অতীতের ১৩ চূড়ার রথ এখন ৯ চূড়া।

উইম্বলডনে ত্রিপিটক ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাবে ভারতীয়দের দাপট। উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে খেতাব জয়ের হ্যাট্রিক করে অন্যান্য নজির গড়লেন ভারতীয় টেনিস তারকারা। সানিয়া, লিয়েন্ডারদের গ্রান্ড স্লামের পাশাপাশি খেতাব জিতে নজির গড়লেন তরুণ সুমিত নাগালও। উইম্বলডনে ভারতীয়দের জয়জয়কার। এবারের উইম্বলডনে খেতাবের হ্যাট্রিক করে ফেলল ভারতীয়রা। শনিবার মার্টিনা হিঙ্গিসকে সঙ্গী করে মহিলাদের ডবলস খেতাব জেতেন সানিয়া মির্জা। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে উইম্বলডনে জয়ের নজির গড়েন এই ভারতীয় টেনিস সুন্দরী। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে বাজিমাত করেন ৪২-এর তরুণ লিয়েন্ডার পেজ। সুইজারল্যান্ডের মার্টিনা হিঙ্গিসকে সঙ্গী করে মিক্সড ডবলসের খেতাব জেতেন লি। এই দুই টেনিস তারকার জোড়া খেতাবের পাশাপাশি বালকদের ডবলস বিভাগে খেতাব জিতে ভারতীয়দের খেতাব জয়ের হ্যাট্রিক সম্পূর্ণ করেন সুমিত নাগাল। সেরেনার দাপুটে টেনিস, জোকোভিচের ফেডেরার বধ বাদ দিলে এবারের উইম্বলডন হয়ে থাকল ভারতীয় টেনিস তারকাদের। যেখানে তেরঙ্গা ওড়ালেন সানিয়া, লিয়েন্ডার, সুমিত নাগালরা। বস্তুত ভারতীয় টেনিসের ইতিহাসে এমন উজ্জ্বল দিন খুব কম এসেছে। হয়তো সমালোচকরা বলবেন যে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতীয়দের সাফল্য কই? উদাহরণ হিসেবে অতীতে রমানাথ কৃষ্ণণ, বিজয় অমৃতরাজদের নাম তুলে ধরবে এরা যারা আগে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে গ্র্যান্ডস্লামের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তাও সানিয়া-লিয়েন্ডার- সুমিতদের অবদান কোনওভাবেই ছোট হবে না।

আজীবন নির্বাসিত শ্রীনির জামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল-এর আসন্ন দুই মরসুমে আর অংশগ্রহণ করতে পারবে না চেন্নাই সুপার কিংস। আগামী দু'বছর আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা হল এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। দু'বছরের জন্য নির্বাসিত রাজস্থান রয়্যালসও। অন্যদিকে, লোধা কমিটির তদন্তে দোষী সব্যস্ত হলেন গুরুনাথ মেয়াপ্পন ও রাজ কুন্দ্রা। তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রিকেটের সঙ্গে প্রতারণা ও বোর্ডের ভাবমূর্তি নষ্টের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ফলে সব ধরণের ক্রিকেট থেকে তাঁদের আজীবন নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এই কমিটি।

আইপিএল কেলেঙ্কারি

সূত্রের খবর ছিল কড়া শাস্তির বিধানই অপেক্ষা করে আছে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য। বাস্তবেও সেটাই সত্যি হল। আজকের রায়ে জেরে আইপিএল-এ অনেকটাই অনিশ্চিত হয় পড়ল ধোনি, রায়নাদের ভবিষ্যত। লোধা কমিটির রায় ঘোষণা হতেই মুখ থুবড়ে পড়ল ইন্ডিয়া সিমেন্ট শেয়ার। ইন্ডিয়া সিমেন্টের ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসকে দু বছর নির্বাসিত করার সঙ্গে শ্রীনিবাসনের ইন্ডিয়া সিমেন্টকেও ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। এই রায়ের পর ইন্ডিয়া সিমেন্টের শেয়ার ৫ শতাংশ পড়ে যায়। আগেই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিসিসিআই পদ থেকে সরে দাঁড়ায় শ্রীনিবাসন।

বেটন কাপ হকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতায় যেসব পুরনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে অন্যতম ঐতিহ্যশালী হল হকির টুর্নামেন্ট বেটন কাপ। একসময় সারা ভারতের তারকা হকি খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় সামিল হতেন। বিভিন্ন রাজ্য দলের শক্তিশালী ক্লাবের ব্যানারে। সেই বেটন কাপ বেশ কিছুদিন হল ঐতিহ্য হারিয়েছে। আশা করা যায় রাজ্য সরকার তথা ক্রীড়ামন্ত্রক এই কাপের গরিমা ধরে রাখতে যারপরনাই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যাতে বেটন কাপে দেশের তারকাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় থাকবে।

মোহনবাগানের সেই ঐতিহাসিক কাঠের বেঞ্চটি

মলয় সুর

দেড়শো বছরের পুরনো কাঠের বেঞ্চটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে রয়েছে মোহনবাগানের ইতিহাস। ১৮৮৯-এ এই বেঞ্চে বসেই উত্তর কলকাতার বোসদের বাড়িতে কিছু কর্তা গড়ে তুলেছিলেন মোহনবাগান ক্লাব। ১৯১১ সালে ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের নায়করাও নিত্যদিন আড্ডা মারতেন এই বেঞ্চে বসে। বেঞ্চটি লম্বায় ফুট দশেক। তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্টেশনে বা পার্কে এরকম বেঞ্চ হামেশাই পড়ে রয়েছে। কিন্তু অবাক হতে হয় তখনই। সেই সামান্য জিনিসের যখন কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকে।

১৯১১ সালে দুর্ধর্ষ ইস্টইয়র্ককে পরাজিত করে মোহনবাগানের প্রথম আইএফএ শিল্ড জয়। বুট পরা গোরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খালি পায়ে এগারোটি বাঙালি ছেলের মরনপণ লড়াই। এই দশ ফুটের বেঞ্চে বসেই সেই বাঙালি ব্রিগেড দল শিবদাস ভাদুড়ি, বিজয়দাস ভাদুড়ি, রাজেন সেনগুপ্ত, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, অভিলাষ ঘোষ, হাবুল সরকার, সুধীর চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সুখ দুঃখের সঙ্গী ছিল। প্রসঙ্গত, শ্যামবাজারের বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের বিখ্যাত বসু পরিবারে ওই বেঞ্চটিতে বসেই মোহনবাগান ক্লাবের সূচনা হয়। সেখান থেকেই ক্লাবের চিন্তা ভাবনা। তৎকালীন ক্লাবের প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু, প্রথম সচিব ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু, দাঁতি সেন, শৈলেন বসু প্রত্যেকেই আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল কিভাবে তৈরি হবে মোহনবাগান ক্লাব। এমন কী ১১ সালে মোহনবাগান শিল্ড জেতার পর ফুটবলারদের সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিল ওই বেঞ্চে বসেই। বর্তমানে ওই বেঞ্চটি মোহনবাগান ক্লাবে প্রবেশের ডানদিকে ঘেরা জায়গার মাথার উপর টিনের আচ্ছাদনের মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন সময় কাটিয়েছেন সুধাংশু বসু, বলাই চট্টোপাধ্যায়, উমাপতি কুমার, 'চাইনিজ ওয়াল' গোষ্ঠ পাল।

চাঁদের আলোয় ভেসে যায় কলকাতা, হয়তো তখন ফিরে আসেন ওঁরা, জমে ওঠে আড্ডায়। সেই হাসি, গল্প ও পুরনো দিনের কথা। তখন সেই দিনগুলিকে ফিরে পেয়ে সেই যৌবনের দিনগুলোতে মেতে ওঠে ওই 'বৃদ্ধ বেঞ্চটি'।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে আমাদের নম্বর

৯০৩৮৬৪০০৩০

নয়া ভূতে কাবু শেন ওয়াটসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবার অলক্ষ্যে একটা রেকর্ড গড়ে ফেলছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। ব্যাটসম্যান ওয়াটসন বরাবর সমস্যায় ভোগেন পা নিয়ে। না, চোট বা অন্য কোনও সমস্যা নয় ওয়াটসন ভোগেন এলবি আউট নিয়ে। কার্ডিফে দুটো ইনিংসেই এলবি আউট হন ওয়াটসন। গত অ্যাসেজেও এলবি আউট নিয়ে সমস্যায় ভুগেছিলেন ৩৪ বছরের কুইন্সল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মোট ১৩ বার এলবি আউট হয়েছেন ওয়াটসন। টেস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে আউটের ২৬ শতাংশ ক্ষেত্রে এলবি হয়েছেন ওয়াটসন। অন্তত ১০০টা ইনিংস খেলা কোনও ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে যা বিশ্বরেকর্ড।

এমনিতেই অ্যাসেজে কার্ডিফ টেস্টে হারের পর ওয়াটসনকে কাঠগড়ায় তুলেছে অজি সংবাদমাধ্যম। অস্ট্রেলিয়া জুড়ে আওয়াজ ওয়াটসনকে এক্ষুণি সরিয়ে ফেলা হোক। দেশজুড়ে চলা এই সমালোচনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে ওয়াটসনের এলবি রেকর্ড।

আর ওয়াটসন-এর এলবি নিয়ে জোর ঠাট্টায়

মেতেছে ওয়েব বিশ্ব। অস্ট্রেলিয়া জুড়ে চলা এই ঠাট্টায় অংশ নিয়েছেন মাইকেল ভন, ইয়ান বোথামরাও। ২০০৫ অ্যাসেজে ইংল্যান্ডে এসে ভূতের ভয় পেয়ে নিজের ঘর ছেড়ে ব্রেট লি-র হোটেল রুমের মেঝেতে রাত কাটিয়েছিলেন ওয়াটসন। ওয়েব বিশ্বে জোর ঠাট্টা এবার না এলবি ভূতের ভয়ে আবার সেই মেঝেতে রাত কাটাতে হয় ওয়াটসনকে।

শেন ওয়াটসন এমনিতে ডাকাবুকো খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। অস্ট্রেলিয়ার গত বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে তার অবদান কোনও অংশে কম নয়। সেই শেন ভারতের মাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের মতো অখ্যাত দলকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। এতো যার অবদান বা ভূমিকা সেই ওয়াটসনের ভূতের ভয় কিন্তু সর্বজনবিদিত। ২০০৫ সালে এইরকমই এক ইংল্যান্ড সফরে হোটেলের ঘর থেকে সামরিক পোষাকে সজ্জিত ভূতেদের বাহিনী আতঙ্কিত করেছিল শেনকে। নিজের ঘর ছেড়ে ব্রেট লির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল শেন। সেই ওয়াটসনই খেলার মাঠে যতই মারিত্বং জগৎত্বং করুক না কেন ভূতেদের সামনে পড়লে কার্যত দিশাহারা হয়ে পড়েন। এবারের অ্যাসেজের অবশ্য ইংল্যান্ডের ভূতেরা নতুন করে সমস্যায় ফেলেনি ওয়াটসনকে। বরং ভূতেদের পরিবর্তে এলবিডবলু বা লেগ বিফোর দ্য উইকেট ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে তাকে। দেশের মাটিতে এই সমস্যা থাকলেও তা প্রকট হয়নি মারাত্মক ভাবে। কিন্তু ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দেওয়া ইস্তক সেই আতঙ্ক ভূতের থেকেও বীভৎস হয়ে উঠেছে শেনের জীবনে। ভূতেদের ভয় পাওয়ার সময় তাও দেশবাসীর সহানুভূতি পেয়েছিলেন তিনি। এখানে কিন্তু জুটছে তিরস্কার আর তিরস্কার। নিজের দেশের সমর্থক থেকে মিডিয়া তো বটেই ইংল্যান্ডের সিনিয়াররা বা প্রাক্তনরাও দুষছেন তাকে। ফলে ঘরে বাইরে একেবারে নাজেহাল অবস্থা অজি অলরাউন্ডারের। একমাত্র পরের টেস্টে ভালো রান বা সাফল্য তাকে টেনে তুলতে পারে এই এলবিডবলুর খাদ থেকে। না হলে ভৌতিক পরিবেশের থেকেও বেশি আতঙ্কিত হয়ে ইংল্যান্ড ছাড়তে হবে ওয়াটসনকে।

মনের খেয়াল

মোবাইল নম্বর

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

কলেজ ক্যান্টিনের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অভিষেক ওদের বন্ধু প্রিয়ম সম্বন্ধে একটা চমকপ্রদ সংবাদ সবাইকে জানালো। ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ সবাই যখন বেশ আগ্রহ ভরে শুনতে ব্যস্ত, তখন একটি ছেলে পাশের টেবিল থেকে উঠে এসে অভিষেককে বলল, এই অভিষেক তোর কাছে প্রিয়মের মোবাইল নম্বরটা আছে? অভিষেকের মোবাইলটা টেবিলেই ছিল। ওটা হাতে নিয়ে অভিষেক বলল, আছে নিশ্চয়ই, দিচ্ছি।

ছেলেটি ওর হাত থেকে মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি, তুই গল্পটা বলতে থাক। সকলের দৃষ্টি তখন অভিষেকের উপর। প্রিয়মের গল্পটা শুনে অনেকেই নানা প্রকার মন্তব্য করল। অভিষেক এক সময় বলে উঠল, এই মোবাইলটা দে তো, প্রিয়মকে একটা ফোন করি। সকলেই এ ওর মুখের দিকে তাকাল, অনেকেই জানতে চাইল, এই মোবাইলটা কার কাছে? বিজন বলল, কেন রে অভিষেক, এই তো কিছুক্ষণ আগে কাকে যেন তোর মোবাইলটা দিলি একটা নম্বর দেখবার জন্য।

অভিষেকের মনে পড়ে গেল, তাই তো ও কাকে যেন মোবাইলটা দিল! বিজন জানতে চাইল, কিরে? কাকে দিয়েছিলি মোবাইলটা? ছেলেটাকে চিনিস না? অভিষেক আমতা আমতা করতে থাকে, চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু নামটা তো জানিনা। দেখলে হয়তো চিনতে পারব!

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল, ছেলেটাকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না! অভিষেক ভাবছে ওই দামি মোবাইলটা ওকে ওর ফুলমাসি গত জন্মদিনে দিয়েছিল। মাসিকে ও এবার মুখ দেখাবে কি করে?

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

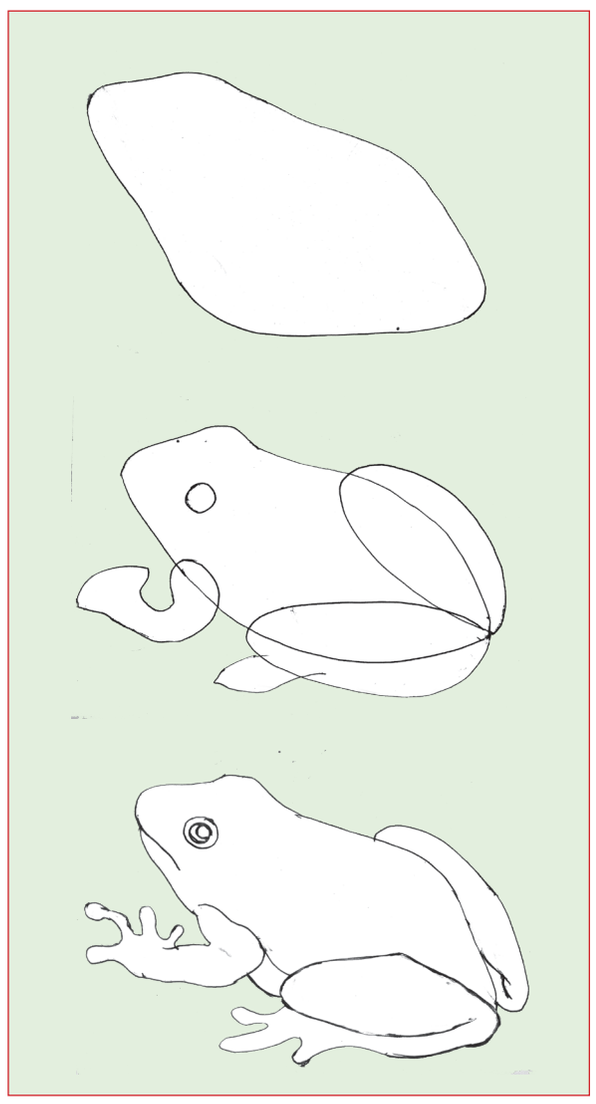

ধাঁধা

লাবনী মান্না

একজন মা তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছেন মুখে মাখার ক্রিম কেনার জন্য। মেয়ে রাস্তায় রোলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বায়না ধরল, 'আমি এগ রোল খাবো, আমি এগ রোল খাবো!' মা আর কি করেন, মেয়েকে এগ রোল কিনে দিলেন, মুখে মাখার ক্রিমও পরে কিনলেন।

বলতো উপরের বর্ণনায় দুটি শব্দ আছে যা জুড়লে ছোটদের খুব প্রিয় একটা খাবারের নাম পাওয়া যায় যা সাধারণত সকালে বা বিকালে খাওয়া হয়।

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১৮-২৪ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

গত সংখ্যার উত্তর অনবরত

পৌলমী আচার্য চৌধুরী, ইন্টার লিঙ্ক ক্যালকাটা (বিশেষ ছাত্র)

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samity. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী : নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রক : সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা : ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক।